ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 March, 2024 ■ আগরতলা ২১ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ৭ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক ভগৎ সিং আবাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ ভগৎ সিং যুব আবাসে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে সাংগঠনিক বৈঠকের আয়েজন করা হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, অর্থমন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায়, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন বৈঠকের শেষে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আজ বা আগামীকাল ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের একমাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা ও রামনগর উপনির্বাচনের প্রচারে

রাজ্যে ইন্ডিয়া ব্লকের জাম্বো কমিটি যৌথ আহ্বায়ক জিতেন্দ্র-সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ত্রিপুরায় দুইটি আসনে লোকসভা নির্বাচন এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রচারের লক্ষ্যে ২৫ জনের জাম্বো কমিটি গঠন করেছে ইন্ডিয়া ব্লক। ওই কমিটিতে যৌথ আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া ব্লক সর্ব শক্তি নিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনে ঝাঁপাবে। ত্রিপুরার মানুষ দেশের এবং রাজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করবেন, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া ব্লকের যৌথ প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে কমিটির গঠনের পাশাপাশি আলোচনা হয়েছে। তবে, আরও সুচারুভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই, ওই কমিটি আগামী ২২ মার্চ পুণরায় বৈঠকে বসবে এবং প্রচারের বিস্তারিত কর্মসূচীর রূপরেখা নির্ণয় করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ২২ মার্চ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেবেন। এছাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী ২৭ মার্চ এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী ২৮ মার্চ মনোনয়ন জমা দেবেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ছাড়া পিসিসি সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ ইন্ডিয়া ব্লকের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সুদীপ বাবু আজ আবারও বিজেপিকে নিশানা করে সাঁড়াশি আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর কথায়, দেশে এবং রাজ্যে ঠকবাজ, ভাওতাবাজি এবং গণতন্ত্র কেঁড়ে নেওয়ার সরকার চলছে। অর্থ ও পেশী শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে সরকার ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলছে। তাই, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমস্ত রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে।

তাঁর দাবি, মানুষের বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ হচ্ছি। তাঁর কটাক্ষ, আমরা কখনোই বলব না কোন রাজনৈতিক দল ১ লক্ষের বেশি ভোট পাবে না। কারণ, আমরা ভয় পাওয়ার পাত্র নই। আমাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে দমানো যাবে না। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হবে, আমরা চুপ করে বসে থাকব না।

তিনি জোর গলায় বলেন, গরীব মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ, বেকার, কৃষক, সরকারি চাকুরিজীবি, পেনসনার্স, জাতি, জনজাতি, শান্তি, সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংবিধান বাঁচানোর জন্য আমরা জোট গঠন করেছি। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। তিনি দেশের সমস্ত সংখ্যালঘু অংশের মানুষকে অভয় দিয়ে বলেন, এই দেশ আমার, আপনার সকলের। আমরা দেশের সকল মানুষকে একজোট দেখতে চাইছি। সে জন্যই রাহুল গান্ধী ভারত জুড়ো এবং ন্যায় যাত্রা করেছেন।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ইন্ডি জোট ক্ষমতায় আসলে দেশে জাতি জনগণনা হবে। ধর্ম, জাতপাত এবং ভাষার নামে বিভাজন বন্ধ হবে। কারণ, এই দেশ সকলের। তাই সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, ত্রিপুরায় দুইটি লোকসভা আসনে ভোটে এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

এদিন সুদীপ বাবু জানান, লোকসভা নির্বাচন এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রচারের লক্ষ্যে ইন্ডিয়া ব্লকের ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে। তাতে যৌথ আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকে পোস্টাল ব্যালট শেষ তারিখ ২৫শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ফর্ম ১২ডি-এর মাধ্যমে নিজ নিজ বাড়িতেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন ৮৫ বছরের উর্দ প্রবীণ নাগরিক, দিব্যাঙ্গজন ও যারা কোভিড ১৯ এ আক্রান্ত। এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

ফর্ম ১২ডি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী পাঁচদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছাতে হবে অর্থাৎ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের এবং ৭ রামনগর বিধানসভার উপ-নির্বাচন কেন্দ্রের উপরিউক্ত ভোটাররা আগামী ২৫ শে মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএলওদের কাছে ফর্ম ১২ডি জমা করে ভোটদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছে যে, নির্বাচক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যে সকল নির্বাচক পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য আবেদন করবেন তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করতে পারবেন না।

ই-রিক্সা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। বুধবার সকালে এডিনগর পুলিশ লাইনে ট্রাফিক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালো ত্রিপুরা ই-রিক্সা শ্রমিকদের একাংশ। তাদের অভিযোগ রাস্তাকে যানজটমুক্ত রাখতে বিভিন্ন সময় প্রশাসনই রিক্সা তথা টমটমগুলির ছবি তুলে রাখছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে তাদেরকে হেনস্তা করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তাদের কোনোভাবেই সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ।

এই অভিযোগে এনে এদিন শতাধিক ই-রিক্সা শ্রমিক এদিন সকালে এডিনগর পুলিশ লাইনে ট্রাফিক ভবনের সামনে গিয়ে জড়ো হয়। সেখানে তারা বিক্ষোভ দেখায় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দাবি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাসের কাছে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

ট্রাফিক পুলিশ সুপার শহরের শৃঙ্খলা বজায় রেখে যথাসম্ভব ই-রিকশা শ্রমিকদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

নিখোঁজ সন্তানকে পেতে পুলিশ সুপারের শরণাপন্ন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ।। এক মা তার নিখোঁজ হওয়া পুত্রের সন্ধানে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী শরণাপন্ন হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পদ্মপুরের ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দেবরাজ দে(১০) গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে চারটা থেকে নিখোঁজ। তার মা বেবি দে ছেলেকে পাওয়ার জন্য এক মাস যাবত ধর্মনগর থানায় বার বার আসার পরও যখন থানার থানা বাবুরা নানা রকম কাজ দেখিয়ে উনাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে। শেষে নিরুপায় হয়ে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী শরণাপন্ন হয়েছে ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য।

দেবরাজ এবং তার এক বন্ধু দুজনে মিলে একটি রাস্তার কুকুরকে নিয়ে আসলে তা নিয়ে পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোকের সাথে গন্ডগোল সৃষ্টি হয়।লোকটি দেবরাজ এবং তার সাথের নাবালক ছেলেটিকে কুকুর চুরির অপরাধে কিছু চড়থাপ্পড় দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। অসুস্থ বিজেপি প্রার্থী তথা সংসদ বিপ্লব কুমার দেব। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমানে তিনি ধলেশ্বর ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন। চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থা খোঁজখবর রাখছেন। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শুভাকাঙ্ক্ষীরা খোঁজখবর নেন। চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী ফুড পয়জনিং হয়েছে তাঁর। তবে তিনি আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন। উল্লেখ্য গতকাল থেকেই তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। তবে বুধবার ও তিনি সাংগঠনিক বৈঠক ও প্রচারে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেশীর মারে মৃত্যু পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মার্চ ।। মোবাইল চুরির অভিযোগ এনে ১৩ বছরের নাবালিকাকে বেধড়ক মারধোর করেছে প্রতিবেশীরা। দুইদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালিকার। মৃত নাবালিকার নাম কণিকা নমঃ (১৩)। সে দক্ষিন চড়িলামের কড়ইমুড়া স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত ছিল।

ঘটনার বিবরণে কণিকার মা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্ম ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রতীক রাজ্যে থাকবে না ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ত্রিপুরার মাটিতে শুধুই পদ্ম ফুলের চাষ হবে, অন্যকোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীক রাজ্যে থাকবে না।

কারণ, জনগণ কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করছেন। আজ ১৫-কমলাসাগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ১৪২ পরিবারের ৫৫৪ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

তাঁদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একরের পর এক জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন করছে। তাই মানুষ দিকে দিকে বাম ও কংগ্রেসের দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছেন। তাঁর কটাক্ষ, সিপিমের ২৫ বছরের রাজত্বে বহু কংগ্রেস করার অপরাধে বহু কর্মীর খুন হয়েছেন, বহু জায়গায় অগ্নিসংযোগ হয়েছে, কংগ্রেস কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা হয়েছে। আজ সেই কংগ্রেস সিপিএমের সাথে আঁতাত করেছে। কংগ্রেস ও সিপিএমের কোনো নীতি আদর্শ নেই। এদিন তিনি আরো বলেন, বহু বছর ত্রিপুরাবাসীকে গরিব করে রেখেছিল বিগত সিপিএম সরকার। তাই আজ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারে জনগণ দলে দলে যোগদান করছেন।

বহি:রাজ্যের ফাইনান্স কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ ।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে ফাইনান্স কোম্পানি। এইসব ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির অন্তরালে চিট ফান্ডের স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০২৩ সালের ১২ জুন ধর্মনগরের পদ্মপুরে উদ্বোধন হয়েছিল রিসতা ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট নামে একটি মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি। এক এক করে পূর্বের চিটফান্ডগুলি যেভাবে মানুষকে ঠকিয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল পুনরায় একই অবস্থা শুরু করেছে নতুন করে ব্যাঙের ছাতার মত গজে ওঠা মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলি।

মানুষ একবার সর্বস্ব খুইয়ে পুনরায় সরকারি সংস্থাগুলির ওপর ভরসা রাখতে শুরু করেছিল। বেশ কিছু মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি রাজ্যে প্রবেশ করে লোন দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষকে ঠগানোর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই ফাঁদে পা দিয়ে আবার সর্বস্ব খাওয়ানোর পথে ধর্মনগর তথা রাজ্যের সাধারণ গরিব শ্রেণীর মানুষ। সরকারি বা আধা সরকারের সংস্থাগুলির কাছ থেকে লোন পাওয়া বেশ কষ্টকর তাই মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির পেছনে মানুষ ছুটছে লোন পাবে বলে। কিন্তু একবারও তারা চিন্তা করে না যে পরিমাণ সুদ দিতে হয় তা বাস্তব থেকে অনেক বেশি।

শুধুমাত্র সুদের টাকা পরিশোধ করতে করতে সাধারণ মানুষ সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। ধর্মনগরের পদ্মপুরে এই রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি এই ধরনের মানুষ ঠগানোতে সিদ্ধহস্ত বলে মঙ্গলবার এই সংস্থার অফিস গৃহে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল।

জানা গেছে, ২০২৩এর জুন মাসে যখন মেদিনীপুরের এই কোম্পানির উদ্বোধন হয় ত্রিপুরাতে, তখন ৭২টি রিস্তা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি রিসতা পয়েন্টে ৩০ হাজার টাকা করে অগ্রিম নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া যারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে নিয়োগ পেয়েছিল তাদের কাছ থেকে ৯৯৯৯ টাকা করে, সাধারণ কর্মীদের কাছ থেকে ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে ২০৯৯ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেককে বলা হয়েছিল গ্রুপ বানিয়ে গ্রুপ থেকে কমিশন নেওয়ার জন্য। আরো বলা হয় তিন মাস কোন ধরনের বেতন দেওয়া হবে না। তারপর থেকে পদ অনুযায়ী তাদেরকে নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হবে। বেতন দেওয়া হবে বলতে বলতে ২০২৩ সাল শেষ হয়ে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় কিন্তু কোন ধরনের বেতন দেওয়া হয়নি। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে নির্দল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। আজ থেকে লোকসভার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে ওই আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন মিলন পদ মুড়াসিং।

এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার জানিয়েছেন, আজ থেকে মনোয়ন পত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শেষ দিন ২৭ মার্চ। সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রথম দিনে একজন শান্তিরবাজার থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে মিলন পদ মুড়াসিং মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ত্রিপুরায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পেলেন বাম বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ তাঁকে বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ইতিপূর্বে বর্তমান বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা আসন অলংকৃত করেছেন তিপরা মথার বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা। কিন্তু তিপরা মথা শাসক জোটে সামিল হওয়ায় অনিমেষ দেববর্মা বর্তমানে মন্ত্রী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বর্তমানে বিধানসভায় রয়েছে সিপিএম। সে মোতাবেক সিপিএম অধ্যক্ষের কাছে বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরীকে বিরোধী দলনেতার পদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। আজ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৬২ ▫ ২১ মার্চ ২০২৪ ইং▫ ৭ চৈত্র ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চিনকে টক্কর, বাজিমাত ভারতের !

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বড়সড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চীন একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইয়া গিয়াছে। চীনের অন্যতম বড় বাজার ছিল ভারত। প্রতিবছর ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করিত চীন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রম অবনতির ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার চীনের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বয়কট করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পাশাপাশি ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে আরো বলিষ্ঠ করিবার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হইয়াছে। এবার একটি বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে ভারত। জানা গিয়াছে, ভারত এবার এমন ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরি করিবার প্রস্তুতি নিয়াছে যাহা পশ্চিমী দেশগুলির "ইউজ অ্যান্ড থ্রো" মডেলের ওপর রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখন আইটি সার্ভিস থেকে শুরু করিয়া উৎপাদনের দিকে কড়া নজর দিয়াছে।পাশাপাশি সেখানে আরও জানানো হইয়াছে যে, জিরো-কোভিড নীতির কারণে চিনের সাপ্লাই চেন রীতিমতো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন পরিস্থিতিতে, বেজিংয়ের প্রতি কোম্পানিগুলির "বিশ্বাসের ঘাটতি"-র সুযোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ভারত। এদিকে, করোনার মত ভয়াবহ মহামারীর সময়ে ড্রাগনের কঠোর নীতির কারণে অ্যাপল ও ফক্সকনের মত বড় বড় সংস্থাগুলি চিনের বিকল্প খুঁজিতে শুরু করিয়াছে। ভারত 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'-র মত পশ্চিমী মডেল অনুসরণ করেনা।" এমতাবস্থায়, ওই ফাউন্ডেশন তাহাদের প্রথম প্রোডাক্ট হিসেবে শিক্ষার জন্য কম্পিউটার ট্যাবলেট নিয়া আসিয়াছে। যেটিতে খুব সহজেই নতুন পরিবর্তন নিয়া আসা সম্ভব। এই উদ্যোগটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। যদিও, এই ভাবনা আইটি পরিষেবা থেকে ইলেকট্রনিক আইটেম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের একটি ভালো প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হইবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে মোবাইল ফোনের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ হইল ভারত। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে চিনের পরেই রহিয়াছে আমাদের দেশ। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, দেশে অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়িতেছে। পাশাপাশি, একাধিক ইউরোপিয় এবং আমেরিকান সংস্থাও ভারতীয় পার্টনারদের সাথে আলোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যেই দেশে স্যামসাং এবং অ্যাপলের মত জনপ্রিয় ফোন তৈরি হইতেছে।ভারতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ফক্সকনের সাথে চুক্তি করিয়াছে বেদান্ত। এমতাবস্থায়, ফক্সকনের তরফে জানানো হইয়াছে , "আমরা যদি ডিজাইন সেন্টারে রূপান্তরিত হইয়া ভারতকে একটি প্রোডাক্ট নেশন হিসাবে স্বীকৃতি দিই, তাহা হইলে এটা একটা বিশাল সুযোগ হইবে। চিন যাহা করিয়াছে তাহা প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ধরা যাইতে পারে। ভারতে আই ফোন ও চিপ তৈরিতে ফক্সকনের আগ্রহ বাড়াইয়াছে। এটা খুব ভালো খবর। কারণ এত বড় সংস্থা দেশে আসিতেছে।" অদূর ভবিষ্যতেই ভারত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া দেশবাসী আশাবাদী।

উপর্যুপরি সমনকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ কেজরিওয়াল, ইডি-র প্রতিক্রিয়া চাইল আদালত

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একাধিকবার সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি-র পাঠানো সমনকে বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছে এএপি। উপর্যুপরি সমনকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার ইডি-র প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল আদালত।

বুধবার ইডি দিল্লি হাইকোর্টে বলেছে, 'আমরা জবাব দেব এবং এর বিরোধিতাও করব।' কেজরিওয়ালের হয়ে এদিন দিল্লি হাইকোর্টে সওয়াল করেন সিনিয়র আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এবং বিক্রম চৌধুরি। তাঁরা ইডি-র দাখিলের বিষয়ে বিরোধ ও আপত্তি জানান। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২২ এপ্রিল।

সীতা সোরেনের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার : মনোজ পান্ডে

রাঁচি, ২০ মার্চ (হি.স.) : সীতা সোরেনের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার, সীতা সোরেনের পদত্যাগ ও তাঁর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে বুধবার এই মন্তব্য করেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) নেতা মনোজ পান্ডে। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ভাইয়ের স্ত্রী সীতা সোরেনের জেএমএম দল থেকে পদত্যাগের বিষয়ে তাঁর সমালোচনা করেছেন মনোজ পান্ডে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার সীতা সোরেন বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র নেতা মনোজ পান্ডে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'রাজনৈতিকভাবে, এটি কোনও ধাক্কা নয়। এটি কষ্ট দেয় কারণ তিনি পরিবারের পুত্রবধূ এবং ৩ বারের বিধায়ক। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যত চাপা পড়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে কয়েকজন দল (জেএমএম) ছেড়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার।'

৪০০ পার তো দূরের কথা বিজেপি ১৫০ পার করতে পারবে না : প্রমোদ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি। বুধবার কটাক্ষের সুরে তিনি বলেছেন, ৪০০ পার তো দূরের কথা বিজেপি ১৫০ পার করতে পারবে না। কংগ্রেসের ইস্তেহারের পর কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি একথা বলেন।

তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ২০০৪ সালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ৪০০ পার তো দূরের কথা, এবার ১৫০ পার করতে পারবে না বিজেপি। এই সরকারের আমলে বেকারত্বের কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। মোদীজি খালি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মোদীজির কোনও গ্যারেন্টি পূরণ হয়নি। তাই আবার ২০০৪ সালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে বলে তিনি জোর দেন।

পঞ্জাবের সাংরুরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু ৩ জনের, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন

সাংরুর, ২০ মার্চ (হি.স.) : পঞ্জাবের সাংরুরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। বিশেষ ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্লা বলেছেন, 'ঊর্ধতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন। এসআইটি গঠন করা হয়েছে এবং ডিসি একটি ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে ৩ জনের মৃত্যুর তথ্য রয়েছে। আরও কয়েকজন অসুস্থ এবং হাসপাতালে আছেন।'

বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, বিষমদ খেয়ে পঞ্জাবের সাংরুরে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা ৪। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার দিরবা থানার অন্তর্গত গুজরান গ্রামে।

স্বামী বিবেকানন্দ মানেই ভারতবর্ষের সম্যক জ্ঞান

প্রদীপ মারিক

তিনি চেয়েছিলেন যুব সমাজের মধ্যে ঋষি-মুনিদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে, আর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে। স্বামীজি কোনও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মানসিকতার মধ্যেই দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক চেতনা। স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিজে বৈদান্তিক হয়েও তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজি, আপনি কি বৌদ্ধ?" তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কি বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক তস্য সেবক।" বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধূলার মতো নত করে দিতেন। এইভাবে তিনি একদিন খ্রিস্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন পরক্ষণেই মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যিশুখ্রিস্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।" ঈশ্বর এবং ঈশ্বরআত্মার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী ভারতবাসী হিসাবে আমাদের গর্বান্বিত করে, "দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত- হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।"

বাবুরাম ঘোষ যিনি পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ বলে পরিচিত হন তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল আঁটপুরে। আঁটপুরেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের আরও আটজন শিষ্য ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সংকল্প নিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাঘী পূর্ণিমা তিথি। আলমবাজার মঠ থেকে ৩টি নৌকোয় ১৫ জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে হাজির হলেন স্বামীজি। তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখতে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে রীতিমতো সেদিন ভিড় জমে গেল। তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই স্বামীজির। নৌকা থেকে নেমেই তিনি গলায় ঝুলিয়ে নিলেন খোল। আর তা বাজিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন গিরিশ ঘোষের লেখা "কে রে ওরে দিগম্বরা এসেছ কুটিরঘরে" গানটি। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও। গঙ্গার ঘাট থেকে গান গেয়ে খালি পায়েই চললেন রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে। নবগোপালপুর ছিলেন তৎকালীন একটি মার্চেন্ট ফার্মের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। ১ জানুয়ারি ১৮৮৬, শ্রীরামকৃষ্ণ "কল্পতরু" হলে নবগোপালকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বলেন। সেকারণে নবগোপালের মুখে লেগে থাকত "জয় শ্রীরামকৃষ্ণ" ধ্বনি। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে নবগোপালবাবু হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে নতুন বাড়ি করে চলে যান। সেই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠের অনেক সন্ন্যাসীর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সন্ন্যাসীরা গেলেও নবগোপালের বাড়িতে সেদিন পদধূলি পড়েনি স্বামীজির। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর স্বামীজি দেশে ফিরলে নবগোপালবাবু স্বামীজিকে তাঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন নবগোপালের বাড়িতে বসেই স্বামীজি রচনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র। স্বামীজি বললেন 'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য, সর্বধর্মস্বরূপিনে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায়তে নমঃ। স্বামীজির রচিত সেহ প্রণাম মন্ত্রে আজও পূজিত হন শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিন স্বামীজি আরও একটি কাজ করলেন যা হল, সারদামায়ের নামে "সংকল্প" করে পুজো শুরু করেন। পুজো শেষে হঠাৎ নবগোপালবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণীদেবীর কাছে রামপাখির মাংস খাওয়ানোর অনুরোধ করে বসেন স্বামীজি। সেই যুগে মুরগিকে "রামপাখি" বলা হত। স্বামীজির সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি নবগোপালের স্ত্রী। তাঁর রাঁধা মুরগির মাংসের বিরিয়ানি স্বামীজি বেশ তৃপ্তি করে খেলেন। ফেরার সময় নিস্তারিণীদেবীকে বললেন, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই। তবে আমার এই পাগড়িটি সামান্য উপহার হিসেবে দিচ্ছি।" ১৮৯১ সালে রাজস্থানের খেতরির মহারাজা অজিত সিংয়ের অনুরোধে তিনি প্রথম এই পাগড়ি পরেন। সেই বেশেই শিকাগোয় ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্বামীজি। স্বামীজির দেওয়া সেই পাগড়ি আজও সংরক্ষিত রয়েছে নবগোপাল ভবনে।

স্বামীজি একদিন বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকেল। স্বামীজির পাশে এসে বসলেন নিবেদিতা। নিস্তব্ধতা ভেঙে স্বামীজি বললেন, 'সিস্টার, এইভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।' নিবেদিতা একথা শুনে বললেন, 'বলুন স্বামীজি, কী করতে হবে?' স্বামীজি বললেন, 'সারা পৃথিবীকে আমি ভারতীয় দর্শন বোধালাম। কিন্তু, আমি নিজে কি আজও ভারত মাকে জানার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মাকে দর্শন করব। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?' নিবেদিতা খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন,' এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। এই দেশকে আমি নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব।' পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিল একটি কমণ্ডলু, লাটি এবং তার প্রিয় দুটি গ্রন্থ শ্রীমৎভাহবদ্‌গীতা ও ইশানুসরণ। দক্ষিণ ভারতের কণ্যাকুমারী থেকে শুরু হল পায়ে হেঁটে ভারতদর্শন। স্বামীজির পরের গন্তব্য কাশ্মীর উপত্যকা। না প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবর নাগাদ স্বামীজি পৌঁছান কাশ্মীরে। ক্লান্ত অবসন্ন স্বামীজির শরীর আর চলছে না, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। উপত্যকার একটি ফাঁকা মাঠের পাশে একটি পাথরের খণ্ডের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজি। মাঠে তখন খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু ও কিশোর। একটি বছর পাঁচেকের শিশুকন্যাও রয়েছে তাদের মধ্যে। স্বামীজি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শিশুটির দিকে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটি খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় দূর থেকে একটি ছোট ছেলে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এল। ছেলেটি ওই বাচ্চা মেয়েচির চেয়ে বয়সে ছোট। এরপর মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিল আবার পাত্রের মধ্যে। তারপর খাবারসহ পাত্রটি এগিয়ে দিল ওই ছেলেটির দিকে। স্বামীজি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উঠে দাঁড়ালেন আর চিৎকার করে বললেন, 'নিবেদিতা আমি পেয়ে গিয়েছি।' নিবেদিতা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পেলেন স্বামীজি?' স্বামিজী দীপ্ততার হাসি নিয়ে বললেন, 'মা দুর্গাকে পেয়ে গিয়েছি, সিস্টার আমি ভারত মাকে খুঁজে পেয়েছি'। তারপর নিবেদিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই দেখো সিস্টার যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে সেই তো আমার মা দুর্গা। সেই তো আমার ভারতমাতা। সিস্টার, তুমি পুজোর উপকরণ সাজিয়ে ফেলো। আগামীকাল দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে এই মেয়েটিকেই আমি ক্ষীরবভানী মন্দির, দুর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপুজো করব। আমি যচ্ছি মেয়েটির বারবার সঙ্গে কথা বলতে।' ঠিক তখনই স্বামীজির রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীর পণ্ডিত। তাঁরা স্বামীজির পত আটকে বললেন, স্বামীজি আপনি না জেনে বুঝে এক মস্ত ভুল করতে যাচ্ছেন। আপনি ওই মেয়েটিকে কখনওই দুর্গারূপে পুজো করতে পারেন না। ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান ও মুসলমানের মেয়ে'। স্বামীজি ধীর স্থির অথচ দৃঢ় গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনারা আপনাদের মা দুর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোশাক দিয়ে চেনেন। আমি আমার মা দুর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি । ওই মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোশাক থাক বা মুসলমানের পোশাক, ওই আমার মা দুর্গা। আগামীকাল ওকেই আমি দুর্গার আসনে বসিয়ে পুজো করব।' দুর্গা অষ্টমী, ভীরভবানী মন্দির ঘমটা বাজছে, শাঁখ বাজছে। এই মন্দিরেই মুসলমানের মেয়ে বসে আছে কুমারী সেজে, পুজো করছেন হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন আইরিশ সন্তান মার্গারেট নিবেদিতা।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামীজি। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। মায়ের উপযুক্ত শিক্ষায় বড় হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউশনে ভর্তি হন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তার পরিবার সাময়িকভাবে রামপুর অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ছত্তিশগড় রাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে দত্ত পরিবার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র। বই বড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বই পড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম শোনেন অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টির কাছ থেকে। একটি সাহিত্যের ক্লাসে ইউলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দ এক্সকারশন' কবিতাটি পড়ানোর সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা অধ্যাপক বলেছিলেন। উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত 'ট্রান্স' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের বলেন, 'ট্রান্স' বিষয়টির সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে ছাত্রদের দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখতে হবে। শুধু দেখা নয় তাকে বুঝতে হবে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে প্রথমে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের একটি বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় নরেন্দ্রনাথসহ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যান্য শিষগণ তার সেবা যত্ন করেন। এই সময়ও নরেন্দ্রনাথের ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে সন্ন্যাস ও গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন। এভাবে রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীতে প্রথম সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন মানব সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সাধনা। নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি আধুনিক মানুষের আদর্শ,বিশেষ করে তরুণ সমাজের জন্য তিনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে গর্বিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের প্রতিটি সিশুর মধ্যে আশা জাগিয়েছিলেন কারণ তিনি বিস্বাস করতেন, লোহার পেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু শিশুদের মধ্যে থাকে। তরুণরা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারবে। তাঁর দেওয়া বাণী তরুণ সমাজকে আলোর পথ দেখায়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূল শিক্ষা হল, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পাশ্চাত্য বস্তুগত অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটানো। এককথায় স্বামী বিবেকানন্দ মানেই আধ্যাত্মিক এবং আধুনিক ভারতের সম্যক জ্ঞানার্জন করা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ছদ্মবেশী জীবজন্তু

আবুল বাসার

বিভিন্ন প্রাণীর ছদ্মবেশ নাটক-সিনেমায় অভিনেতাদের ছদ্মবেশ নিতে কে না দেখেছে! অপরাধী ধরতে শার্লক হোমসের ছদ্মবেশ ভুবন বিখ্যাত। ঘাগু অপরাধীর কথা বাদ, সার্বক্ষণিক সঙ্গী ডাক্তার ওয়াটসনও তখন তাঁকে চিনতে পারেন না! যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিতে সেনাবাহিনীও যে ছদ্মবেশ নেয়, সে খবরও আশা করি কারো অজানা নেই। কিন্তু মানুষ ছাড়াও অনেক জীবজন্তুও যে ছদ্মবেশ নেয়, সেটা কি জানা আছে? ভাবছেন, গুল মারছি? উঁহু, ঘটনা একেবারে সত্যি! সত্যি! তিন সত্যি! তাও বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে খুলেই বলা যাক। খাদ্য বা বাসস্থানের জন্য জীবজন্তুদের মধ্যে চলে শত্রু-শত্রু খেলা। বাঁচার প্রয়োজনে বড়রা ছোট বা দুর্বলদের শিকার করে। যেমন ছোট্ট প্রজাপতিকে খায় তার শত্রু ব্যাঙ। আর ব্যাঙকে সাপ, সাপকে খায় বাজ পাখি বা অন্য কেউ। এভাবে খাদ্যশৃঙ্খল অনুযায়ী এক প্রজাতি আরেক প্রজাতির শিকারে পরিণত হয়। ভারসাম্য আসে খাদ্যশৃঙ্খলে। টিকে থাকে জীবজগৎ। এ ক্ষেত্রে দুর্বল প্রাণী পরাজিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবক্ষেত্রে কথাটা সত্যি নয়। দুর্বল প্রাণীরা গায়ের জোরে শক্তিশালী শিকারি প্রাণীর সঙ্গে পারে না বটে। কিন্তু তারা অন্যভাবে, বলা যায় 'বুদ্ধির জোরে', শক্তিশালী প্রাণীকে ফাঁকি দিতে বা পরাজিত করতে চেষ্টা করে। এমন এক পদ্ধতিই হলো ক্যামোফ্লেজ বা ছদ্মবেশ।

একেক প্রজাতি একেক ছদ্মবেশ নেয়। কেউ গায়ের রং পরিবর্তন করে, কেউ অন্য প্রাণী বা গাছের মতো করে সাজায় নিজেকে। অনেকের গায়ের রং শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে

কয়েকভাবে উপকৃত হয়। শত্রু বা শিকারি প্রাণীকে ধোঁকা দিয়ে প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকে তারা। আবার অন্য প্রাণী শিকারেও এ পদ্ধতি বেশ কাজে দেয়। একেক প্রজাতি একেক ছদ্মবেশ নেয়। কেউ গায়ের রং পরিবর্তন করে, কেউ অন্য প্রাণী বা গাছের মতো করে সাজায় নিজেকে। অনেকের গায়ের রং শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। তাদেরকে কষ্ট করে রং পরিবর্তন করতে হয় না। যেমন হরিণ, খরগোশ, শজারুর ছদ্মবেশ এ ধরনের। এদের গায়ের রং সাধারণত ধূসর। এ কারণে তারা মাটি বা গাছপালার কাছাকাছি থাকলে শিকারি বাঘ বা সিংহ এদের সহজে আলাদা করে চিনতে পারে না। এদিকে গায়ের সাদা-কালো দাগ জেব্রাকে রক্ষা করে শত্রু থেকে। এ দাগগুলোই তার ছদ্মবেশ। পশুরাজ সিংহের খাদ্য তালিকায় জেব্রাও আছে। অনেকে হয়তো জানেন না, সিংহ কালার ব্লাইন্ড বা বর্ণান্ধ। জেব্রা সহজাত এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সিংহকে ফাঁকি দেয়। সেটা কীভাবে? জেব্রা সাধারণত দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। গায়ে গা লাগিয়ে থাকায় দূর থেকে দেখলে সিংহের চোখে মনে হয় সাদাকালো বিশাল কোনো প্রাণী নড়াচড়া করছে। তাই সে ওই প্রাণীকে, মানে জেব্রাকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। অনেকে বিপদ পড়লে নিজের গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে। এরা গায়ের রং বদলে পরিবেশের মতো করে নিয়ে লুকোতে পারে নিজেদের যেমন গিরগিটি, ক্যামেলিয়ন, কাটলফিশ। গিরগিটি বিপদ টের পেলে গায়ের রং বদলে ফেলে। ফলে তাকে সেই পরিবেশ থেকে আলাদা করা যায় না। গবেষকরা বলেন, এদের দেহে বায়োক্রম নামের রাসায়নিক রঞ্জক থাকে। এ জন্য তারা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাতে পারে। কিছু প্রাণী আবার ঋতুভেদে দেহের রং পরিবর্তন করে। যেমন মেরু শিয়াল। শীতকালে চারিদিকে ধু ধু সাদা বরফ থাকলে এদের গায়ের লোম থাকে ধবধবে সাদা। ফলে এরা বরফে ঘাপটি মেরে শিকার ধরতে পারে। আবার শত্রুর চোখও ফাঁকি দেয়। বসন্তের শুরুতে এদের লোমে কালো কালো ছোপ পড়ে। কারণ এ সময় তাদের ছদ্মবেশটা এমনই দরকার। অনেক পাখি এবং স্তন্যপায়ীও ঋতুভেদে গায়ের রং পরিবর্তন করে প্রাকৃতিক ছদ্মবেশ নেয়।

শত্রুর চোখে ধুলো দিতে ওস্তাদ সাগরতলের ক্যাটলফিশের কথা বলা যাক। এদের প্রধান শত্রু হাঙর, বড় মাছ আর বড় ক্যাটলফিশ। ক্যাটলফিশ পরিবেশের মতো নিজের দেহের রং তৈরি করতে পারে। ফলে শিকারি শত্রু ক্যাটলফিশের উপস্থিতি বুঝতে পারে না। এ ছাড়া শত্রুর উপস্থিতি টের পেলে এরা কালো রঙের একধরনের তরল ছুড়ে মারে। তাতে কিছু সময় শত্রু চোখে কিছু দেখতে পায় না। এর মধ্যেই ক্যাটলফিশ নিরাপদ দূরুত্বে সরে যায়। ঠিক একই পদ্ধতিতে শত্রুকে ফাঁকি দেয় অক্টোপাস।

কাটলফিশ

সাগরতলের আরেক অদ্ভুত প্রাণী সি ড্রাগন। এদের দেখে মনে হয়, শিকড় উপড়ানো কোনো জলজ উদ্ভিদ বোধ হয় ভেসে বেড়াচ্ছে। আসলে এদের নিয়ে একই ভুল করে শত্রুরাও। গাছের রূপ নেওয়ায় সি ড্রাগন শত্রুর হামলা থেকে বেঁচে যায়। অনেক জীবজন্তুই অন্য প্রাণী বা গাছের ছদ্মবেশ নেয়। এতে শত্রুরা তাদের চিনতে পারে না। এই দলে আছে প্রজাপতি, ঘাসফড়িং, পাতা পোকা, ঝিঁঝি পোকা, স্টিক পোকাসহ অনেক প্রাণী। স্টিক পোকার কথাই ধরা যাক। প্রথম দেখায় মনে হবে, একটা ছোট্ট কাঠি হয়তো পড়ে আছে। কিন্তু ভালোমতো খেয়াল করলে বোঝা যায়, সেটা জ্যান্ত। শখ করে কে আর কাঠি খেতে চায়! তাই বেঁচে যায় স্টিক পোকা। আবার সাদা চোখে লিফ ইনসেক্টের চেহারার সঙ্গে গাছের পাতার কোনো পার্থক্য নেই। তাকে দেখে গাছের মামুলি শুকনো মরা পাতা বলেই ভুল হয়। শত্রুর চোখে এভাবে ধুলো দিয়ে বেঁচে যায় লিফ ইনসেক্ট। প্রায় একই ধরনের ছদ্মবেশ নেয় ক্যামো মথ।

তবে এদের ছদ্মবেশ অনেক নিরীহ। অনেকে ভয়ংকর প্রাণীর ছদ্মবেশে শত্রুকে ভয়ও দেখায়। যেমন হক মথের ক্যাটারপিলার। এদের পেছন থেকে দেখলে মনে হবে কোনো হিংস্র সাপ মাথা উঁচিয়ে আছে। এই বোধহয় ছোবল দিল, বাপ রে! শত্রুকে ভয় দেখাতেই ক্যাটারপিলার এ ছদ্মবেশ নেয়। তাই কেউ তাকে ঘাটায় না। আর আউল বাটারফ্লাইয়ের দুটি পাখায় পেঁচার চোখের মতো হিংস্র দুটি চোখ আঁকা থাকে। দেখে মনে হয়, কোনো পেঁচা বুঝি জুলজুলে চোখে তাকিয়ে আছে। ভয়ে শত্রুরা এ প্রজাপতির কাছে ঘেঁষে না। প্রাণীজগতে এমন ছদ্মবেশের হাজারো উদাহরণ আছে। তবে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, বনের পশু হিংস্র হলেও তারা অকারণে কাউকে হত্যা করে না। বিপদ থেকে বাঁচতে অথবা ক্ষুধা মেটাতে ছদ্মবেশ নেয়। এসব পদ্ধতি মানুষ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। এ নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণাও। সেনাবাহিনীর ছদ্মবেশের ধারণা এসেছে এ থেকেই। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, পশুদের কাছ থেকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু মানুষ আজও অর্জন করতে পারেনি। সেটা জ্ঞানটা হচ্ছে, অকারণে কাউকে হত্যা করতে নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাইহাটা ও চাংসারি স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন সেকশন চালু

নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া ডাবল লাইন প্রকল্পের আরও অগ্রগতি

মালিগাঁও, ২০ মার্চ, ২০২৪: ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বাইহাটা ও চাংসারি স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন করলেন চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিসিআরএস) শ্রী জনক কুমার গার্গ। এই পরিদর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই সেকশনের সমস্ত রেলওয়ে পরিকাঠামোর সুরক্ষা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। নতুন করে স্থাপিত দ্বিতীয় লাইনটি এই রুট দিয়ে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায়ক হবে।

রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ১৪২.৯৭ কিমি ডাবল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো বাইহাটা-চাংসারি সেকশনের কাজ। এই প্রকল্পে ৭৫টি মেজর ব্রিজ, ৩৮টি মাইনোর ব্রিজ ১৯টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাইহাটা থেকে চাংসারির পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১০.১৫ কিমি। এই সেকশনে ৩টি মাইনোর ও ৩টি মেজর ব্রিজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় লাইনটি বৈদ্যুতিকীকরণের সাথে চালু করা হয়েছিল। চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিসিআরএস) সেকশনটির রেলওয়ে ট্র্যাক ফিটিংস, পি-ওয়ে অ্যাসেট, ইলেকট্রনিক ইন্টার-লকিং, রিলে রুম, কেবিন, লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করেন।

বর্ধিত যাত্রী সুবিধার জন্য ৩-মিটার প্রশস্ত নতুন ফুট ওভার ব্রিজ, ওয়েটিং হল এবং নতুন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম শেড বাইহাটা ও চাংসারি উভয় স্টেশনে চালু করা হয়েছে। দুটি স্টেশনেই ১টি করে মহিলাদের শৌচালয়, বাইহাটায় পুরুষদের ৩টি শৌচালয় (বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য ১টি) এবং চাংসারিতে পুরুষদের ২টি শৌচালয় প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনে যাত্রীদের বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া ডাবলিং প্রকল্পের ১৪২.৯৭ কিমি-এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৮১.০৬ কিমি চালু করা হয়েছে। এর পূর্বে নিউ বঙাইগাঁও থেকে বিজনির মধ্যে ১৭.৫৩ কিমি সেকশন, পাঠশালা থেকে নলবাড়ির মধ্যে ২৬.৯১ কিমি সেকশন, বিজনি থেকে সরভোগের মধ্যে ১৮.৯৯ কিমি সেকশন এবং চাংসারি থেকে আগিয়াঠুরির মধ্যে ৭.৪৮ কিমি সেকশন যথাক্রমে ৩০ আগস্ট, ২০২২, ২৪ মে, ১৩ জুন এবং ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে চালু করা হয়েছিল। এছাড়াও, আজ বাইহাটা থেকে চাংসারির মধ্যে ১০.১৫ কিমি সেকশন চালু করা হয়। সমগ্র সেকশনটি সম্পূর্ণ হলে আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

কংগ্রেসে যোগদান ঝাড়খণ্ডের বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ ভাই প্যাটেলের

রাঁচি, ২০ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের আগে ঝাড়খণ্ডে বিজেপির ঘরে ভাঙন। বুধবার দিল্লিতে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ ভাই প্যাটেল। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত গুলাম আহমেদ মির, রাজেশ ঠাকুর, আলমগির আলম এবং পবন খেরা।

কংগ্রেসে যোগ দিয়েই জয়প্রকাশ বলেন, "আমি কোনও পদের লোভে কংগ্রেসে যোগ দিইনি। আমার বাবার স্বপ্নপূরণ করতে নতুন দলে এলাম।" কংগ্রেস সূত্রে খবর, তিনি হাজারিবাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়েই জয়প্রকাশের প্রত্যয়ী ঘোষণা, ঝাড়খণ্ডের ১৪টি লোকসভা আসনেই জিতবে আইএনডিআই জোট।

অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদ এবং মেয়রের পদত্যাগের দাবিতে বিজেপি-র বিক্ষোভ

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : কলকাতার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এবং মেয়রের পদত্যাগের দাবিতে বুধবার উত্তর কলকাতা বিজেপির তরফে প্রতিবাদ এবং বরো ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়।

প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই এদিন প্রথমে দুপুরে কলেজ স্কোয়ারে ৫ নং বরো অফিসের সামনে, পরে বিধান সরণীতে হাতি বাগানে দু'নম্বর বরোর অফিসের সামনে চলে এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীরা 'ববি হাকিম শেম শেম', 'কলকাতার মেয়র শেম শেম', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি ধ্বণি দেন।

তাঁদের হাতে ছিল শ্লোগান-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড। শ্লোগানে লেখা 'তৃণমূল হুলিগানিজম ইন দি নেম অফ ইল্লিগাল, আনঅথরাইজড কন্স্ট্রাকশন ওনট বি টলারেটেড', 'চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি স্টপ কিলিং দি ইনোসেন্ট পিপল', 'অবৈধ নির্মাণ কার স্বার্থে চলছে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও' প্রভৃতি।

কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেল জন অধিকারী পার্টি, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাপ্পু যাদব

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা চলছিল, তাই অবশেষে সত্যি হল। বুধবার কংগ্রেসে যোগদান করলেন জন অধিকারী পার্টির প্রধান পাপ্পু যাদব।

দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন পাপ্পু যাদব। একইসঙ্গে জন অধিকারী পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন পাপ্পু যাদব। বুধবার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর পাপ্পু যাদব বলেছেন, 'আমার শৈশব থেকেই মোহন প্রকাশ জির সংগ্রাম দেখেছি এবং আমি সারা জীবন তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি। তিনি তখন শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন এবং এখন তিনি আমার জন্য একটি আদর্শ। আমরা সর্বদা কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত ... রাহুল গান্ধী এই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছেন, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন ডিজিটাল মিডিয়া বেশিরভাগ কঠোর পরিশ্রমকে দখল করে নিয়েছে, তিনি অত্যধিক তাপমাত্রায় ৪ হাজার কিলোমিটারের বেশি হেঁটেছেন... আমি যে সম্মান পেয়েছি এবং রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আমাকে এবং আমার দলের প্রতি যে বিশ্বাস রেখেছেন তা আমাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট... রাহুল গান্ধী ভারতের ১৩০ কোটি মানুষের চেতনা জাগ্রত করেছেন।'

এসএসসির নিয়োগ মামলায় তৈরি হওয়া বাড়তি পদ বাতিলের আশঙ্কা

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : এসএসসি-র গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে শূন্যপদের চেয়ে অতিরিক্ত নিয়োগের অভিযোগ ছিলই। সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এবার এই বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সামনে আনল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

কলকাতা হাইকোর্টে শেষ হয়েছে এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানি।

প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলেছে। প্রতিদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়েছে এই মামলার। টানা শুনানি শেষ হল বুধবার। তবে রায় ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। রায়দান কবে হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নিয়োগের দুর্নীতি নিয়ে আদালত যে মন্তব্য করেছে, তাতে রায়েরই ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

এদিন এই প্রসঙ্গে বিশেষ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "অতিরিক্ত নিয়োগ সরাসরি বাতিল হওয়া উচিত। কারণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ভাল কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন।"

আইনজীবীদের একাংশের মতে, শূন্যপদের চেয়ে অতিরিক্ত নিয়োগের যে ঘটনা ঘটেছে তা বাতিল করা হতে পারে। সম্ভবত, সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন বিচারপতি বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির বেঞ্চ।

সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী মলয়ের পোস্ট নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনা

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের আইন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা মলয় ঘটকের একটি পোস্ট নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। মলয়বাবু আসানসোল উত্তরের বিধায়ক। রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী তিনি।

মলয়বাবু তাতে লিখেছেন, "আজ সকাল থেকে কিছু নিউজ পোর্টাল মিথ্যা ও কাল্পনিক খবর ছাপিয়ে আমার চরিত্র হননের চেষ্টা করছে , আমি তাদের আইনি নোটিস দিয়েছি এবং মামলা ও করবো। যারা এই ঘৃণ্য চক্রান্তের পেছনে আছেন তাদের মুখোশ অচিরেই খুলে যাবে" ।মলয়বাবু আরও লিখেছেন, "আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম, আছি ও থাকবো, মমতা ব্যানার্জী আমার নেত্রী ছিলেন, আছেন ও আজীবন থাকবেন। মা, মাটি, মানুষ জিন্দাবাদ"। প্রসঙ্গত বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডের সূত্রে মলয়বাবুকে বেশ কয়েকবার নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। তাঁর বাড়িতে একবার কেন্দ্রীয় এজেন্সি তল্লাশিও চালিয়েছে। তবে ওই পর্যন্তই। সেই বিষয়ট অন্তত বাহ্যত আর বেশিদূর এগোতে দেখা যায়নি। ক'দিন ধরে রটেছে তিনি দলবদলের জন্য বিজেপি-র সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছেন।

পাকিস্তানে কয়লাখনিতে ধস নেমে মৃত্যু ১২ জনের

ইসলামাবাদ, ২০ মার্চ (হি.স.) : পাকিস্তানে বালোচিস্তানের হারনাই জেলার জারদালো এলাকায় কয়লাখনিতে ধস নেমে পাকিস্তানে মৃত্যু হল ১২ জনের। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার।

জানা গেছে, আচমকাই গ্যাস বেরোতে শুরু করায় বিস্ফোরণ ঘটে। ভূপৃষ্ঠের ৮০০ ফুট নীচে আটকে পড়েন খনির শ্রমিকরা। বালোচিস্তানের চিফ ইনস্পেক্টর আবদুল ঘানি জানিয়েছেন, মিথেন গ্যাস বেরোতে শুরু করেছিল আচমকাই। তার ফলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য ২০২৪-এর ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : সীতারাম ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য ২০২৪-এর ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বললেন সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বুধবার ইয়েচুরি বলেছেন, গত ১০ বছর ধরে গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভগুলির উপর 'আক্রমণ' দেখেছে ভারত, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখা হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হবে।

তিনি আরও জোর দিয়েছেন, বিরোধী আইএনডিআই জোট জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, তবে সব দল নির্বাচনে একটি 'সমতল খেলার ক্ষেত্র' পাবে কিনা তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে 'অস্তিত্বপূর্ণ নির্বাচন' হিসেবেও বর্ণনা করেছেন ইয়েচুরি।

আসানসোলে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাইক চালকের

আসানসোল, ২০ মার্চ (হি.স.) : আসানসোলের কুলটি থানার কল্যানেশ্বরীতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মহম্মদ ওয়ারিস শেখ (১৮)। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে। তিনি মাইথনের লেফ ব্যাংক এলাকায় একটি কোয়ার্টারে ভাড়া থাকতেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গেছে, ওই যুবক ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ডুবুরডিহি পার্কিংয়ে একটি চায়ের দোকানে কাজ করতেন। এদিন সকালে ওই যুবক বাড়ি থেকে বাইক করে ডুবুরডিহিতে যাচ্ছিলেন। কল্যাণেশ্বরীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই যুবক। সেসময়ই পিছন থেকে আসা একটি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলে কুলটি থানার চৌরাঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঘটনার পরই গা ঢাকা দেয় বাসের চালক ও খালাসি। বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রে ব্রিজ থেকে বাস উল্টে আহত ৩০ জন যাত্রী

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি. স.): মহারাষ্ট্রের পারবানী জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। বুধবার রাজ্য পরিবহন দফতরের একটি বাস পারবানী জেলার জিন্তুর থেকে সোলাপুরের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই সেখানকার একটি ব্রিজ থেকে বাসটি উল্টে নীচে পড়ে যায়। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা বিস্তারিত এখনও জানা না গেলেও পুলিশের অনুমান, বাসচালক কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন বাসের। জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। আহতদের প্রথমে জিন্তুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরে পারবানীর সরকারি হাসপাতালে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

"হাত" ধরল একঝাঁক নেতা, কংগ্রেসে যোগ দিলেন লাল সিং ও দানিশ আলি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে একঝাঁক নেতা ধরলেন কংগ্রেসের হাত। বুধবার কংগ্রেসে যোগদান করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মন্ত্রী লাল সিং। এদিন দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন লাল সিং। বুধবারই কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন আমরোহা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দানিশ আলি। দানিশকেও কংগ্রেস পরিবারের স্বাগত জানিয়েছেন পবন খেরা। এছাড়াও এদিন কংগ্রেস যোগদান করেছেন জন অধিকারী পার্টির প্রধান পাপ্পু যাদব।

কাছাড়ে ফের পুলিশের গুলি, আহত ধর্ষণে অভিযুক্ত, ভরতি শিলচর মেডিক্যালে

শিলচর (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আবারও পলাতক অভিযুক্তকে রুখতে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে পুলিশকে। ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে তাকে রোখা হয়েছে। আহত অভিযুক্ত শ্রীকোণা এলাকার আলমবাগ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা জমির উদ্দিন বড়ভুইয়াঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেছে পুলিশ। তার চিকিৎসা চলছে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে কাছাড় জেলার পালইরবন্দে সংঘটিত ঘটনার তথ্য দিতে গিয়ে আজ বুধবার কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, গত ১৬ মার্চ লক্ষ্মীপুরের শিবটিলা এলাকার জনৈক মহিলাকে প্রাতর্ভ্রমণের সময় অপহরণ করে তাকে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ জমির উদ্দিনের বিরুদ্ধে। পুলিশ সুপার বলেন, জমির কাছাড় জেলায় সংগঠিত গরু চুরির অন্যতম সরদারও।

তিনি জানান, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অপহৃতা তথা ধর্ষিতা মহিলাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি অপহরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলা সহ চারজনকে আটক করে পুলিশ।

পুলিশ সুপার বলেন, জেরায় ধৃত মূল অভিযুক্ত জমির নাকি স্বীকারোক্তি দিয়েছে, মহিলার গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে অপহরণ করছিল। ওই পিস্তলটি সে পালইরবন্দের ডলুগ্রামে লুকিয়ে রেখেছে।

অপহরণে ব্যবহৃত পিস্তলটি উদ্ধার করতে গতকাল রাতে জমিরকে নিয়ে ডলুগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় পুলিশের।

কিন্তু মাঝপথে গিয়ে আচমকা সে সন্তোষ পেগু নামের এক পুলিশ কনস্টেবলের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে পালানোর চেষ্টা করতে পুলিশকর্মীরা বারণ করেন। কিন্তু কোনও কথাই কানে না তুলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে জমির। পুলিশ তখন বাধ হয়ে তাকে রুখতে গুলি চালায়। তার ডান পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছে, জানান পুলিশ সুপার মাহাতো।

আহত জমির এবং পুলিশের কনস্টেবল সন্তোষ পেগুকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় পুতিনকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি. স.): রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানালেন নরেন্দ্র মোদী। জানা গেছে, আগামীদিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্কের ভিত আরও মজবুত করার বিষয়ে কথা হয়েছে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ।উল্লেখ্য, রেকর্ড ভোট পেয়ে ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী ছয় বছরের জন্য ক্ষমতার রাশ থাকবে তাঁর হাতেই। ফের একবার রাষ্ট্রনেতার আসনে বসার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে আগেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। লিখেছিলেন, "রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য ভ্লাদিমির পুতিনকে শুভেচ্ছা জানাই। আগামী বছরগুলিতে ভারত-রাশিয়া মৈত্রী এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে উন্মুখ।"প্রসঙ্গত, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে আবারও ক্ষমতায় বসতে চলেছেন পুতিন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী নিকোলাই খারিতনভ পেয়েছেন মাত্র ৪ শতাংশের সামান্য বেশি ভোট। গত আড়াই দশকে কার্যত বিরোধীহীন হয়ে পড়া রুশ রাজনীতিতে পুতিন 'অপ্রতিরোধ্য' বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ভোটের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ফলাফলে তা মিলে গিয়েছে।

লোকসভা ভোটের জন্য পিছিয়ে গেল সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : সারা দেশে প্রায় দেড় মাস ধরে ভোটগ্রহণ পর্ব চলবে ।লোকসভার পাশাপাশি রয়েছে চারটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ।এই অবস্থায় পিছিয়ে গেল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসি সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১৬ জুন ।পরীক্ষাটি ২৬ মে তারিখে হওয়ার কথা ছিল। এদিকে ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন, প্রায় দেড় মাস ধরে দেশে ভোটগ্রহণ চলবে।

ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা আইএএস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস বা আইএফএস এবং ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস বা আইপিএস নিয়োগের জন্য প্রতি বছর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়। ইউপিএসসি তিনটি ধাপে এই পরীক্ষা নেয় প্রিলিমিনারি, মেন এবং সবশেষে ইন্টারভিউ।

২৬ মে সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এই পরীক্ষাতেই ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার স্ক্রিনিং টেস্টেরও কথা ছিল।

লোকসভা নির্বাচনের কারণে তা পিছিয়ে ১৬ জুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। গত মাসে ইউপিএসসি পরীক্ষার নোটিশ জারি করেছিল। মনে করা হচ্ছে, এই বছর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৫৬টি শূন্যপদ নিয়োগ হবে।

বদায়ুর জোড়া খুন মামলায় মুখ খুললেন গিরিরাজ সিং, যোগীকে তোপ বিরোধীদের

লখনউ, ২০ মার্চ (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বদায়ু জেলায় জোড়া খুনের ঘটনায় মুখ খেললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, হিন্দু হোক অথবা মুসলিম, উত্তর প্রদেশে যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাকে রেহাই দেননি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিকে, বদায়ুতে দুই ভাইকে খুনের ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে আক্রমণ করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস।

উত্তর প্রদেশের বদায়ু জেলায় বাড়িতে ঢুকে দুই নাবালক ভাইকে খুন করেছে এক সেলুন মালিক। মৃত দুই ভাইয়ের বয়স ১৩ ও ৬ বছর। পরে পুলিশি এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে অভিযুক্ত ওই সেলুন মালিক। বদায়ু শহরের বাবা কলোনিতে একটি সেলুন রয়েছে মহম্মদ সাজিদ (২২) নামে ওই অভিযুক্তের।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটা থেকে ৮টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে, পেশায় ঠিকাদার বিনোদ ঠাকুরের বাড়িতে ঢুকে পড়ে ওই অভিযুক্ত এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিনোদ ঠাকুরের দুই ছেলে আয়ুষ ও আহান ওরফে ৬ বছরের হানিকে খুন করে।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বুধবার বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'হিন্দু হোক অথবা মুসলিম, উত্তর প্রদেশে যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে তাকে রেহাই দেননি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বদায়ুর অভিযুক্তদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে খুন করেছে এবং পুলিশকেও আক্রমণ করেছে।'

আবার উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অজয় রাই বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে সম্পূর্ণ জঙ্গলরাজ চলছে...কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে যে প্রতিবাদী কৃষকদের ওপর গাড়ি চালিয়েছিল, সেই মন্ত্রী আবার লখিমপুর থেকে টিকিট পেয়েছেন...আমি আগেই বলেছিলাম উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

প্রোমোটারকে ১ কোটির জরিমানা, পাঁচতলার বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): গার্ডেনরিচের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাওড়ার একটি বেআইনি নির্মাণের ঘটনায় প্রোমোটারকে ১ কোটি টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আগামী তিনমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবাসনের বাসিন্দাদের আবাসন খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তারপরই আবাসনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি ।২ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তাঁর আগে প্রোমোটার আদালতে জরিমানার অর্থ জমা না দিলে তাঁকে বড় বিপদে পড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা ।আদালত সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী লেনে কোনও রকম অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছিল একটি পাঁচতলা আবাসন। শুধু তাই নয় আবাসনটির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দরে বিক্রি করে দেয় প্রোমোটার। নির্মাণটিকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, মামলা চলাকালীনই একতলা থেকে সেটিকে পাঁচ তলায় রূপান্তরিত করে দেন প্রোমোটার। এদিন মামলার শুনানিতে গার্ডেনরিচের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিচারপতি বলেন, "আদালত এতদিন নরম ছিল তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যে পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আদালত আর কোনও বেআইনি নির্মাণকে রেয়াত করবে না।"আবাসনের বাসিন্দারা এদিন আদালতের কাছে অতিরিক্ত সময় চান। তাঁদের দাবি ছিল, ব্যাঙ্ক লোন করে সর্বস্ব দিয়ে ফ্ল্যাটগুলি কিনেছেন। ফ্ল্যাটটি খালি করতে তাঁদের অন্তত এক বছর সময় দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি ।বিচারপতি সিনহা বলেন, "আপনারা নিজেদের প্রশ্ন করুন এখন যদি গোটা বেআইনি নির্মাণটি ভেঙে পড়ে তাহলে আপনাদের কি অবস্থা হবে? আদালত নির্দেশ দেওয়ার আগে নিজেরাই ওই আবাসন ঠিক খালি করে দিন।"এরপরই প্রোমোটারের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, "আপনি এই আবাসনের বাসিন্দাদের বোকা বানিয়েছেন আবার তাঁদের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলছেন। আদালত ভালই বুঝতে পারছে আবারও কোন বেআইনি নির্মাণে এদের ওঠাবেন। আপনাকে কোনও ভাবেই রেয়াত করবে না আদালত।"

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

সন্তান আনার মতোই আগে ভেবে পোষ্যকেও আনুন

“আমার পোষ্যটি সন্তানসম” আদৌ কি তাই? পোষ্যকে নিয়ে থাকার সময়ে কি এমন আবেগ যথাযথ কার্যকর হয়? তাই যদি হত, তা হলে চার দিকে পোষ্যকে ছেড়ে দেওয়ার এত ঘটনা কেন?
প্রায়ই দেখা যায়, গাড়ি করে পোষ্যকে এনে রাস্তার ধারে বেঁধে রেখে মালিককে চলে যেতে। কিংবা বস্তাবন্দি করে তাকে ছেড়ে রেখে আসা হয়েছে দূরে।
পোষ্যের বয়স বাড়লে দত্তক নেওয়ার অনুরোধে ভরে যায় পশুদের নিয়ে কাজ করা পশু সংক্রান্ত সমাজমাধ্যমের গ্রুপগুলি। একটি পোষ্যকে বাড়িতে আনার আগে যদি কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া যায়, তা হলেই হয়তো এমন ঘটনা কমবে।
কী সচেতনতা?
১) শিশু অবস্থায় তার হাবভাব, ভঙ্গি এতটাই আদুরে থাকে যে বাড়ির মানুষের কাছে সে মনোরঞ্জনের কারণ হয়ে ওঠে। মনে রাখবেন, যখন সে বড় হবে, তখন তার ভাবভঙ্গির পরিবর্তন হবে। আপনার সন্তান যখন শৈশবে থাকে, তখন তার আদুরে কথা, অবুঝ কাজকর্ম চলতেই থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করতেই বদলে যায় আচরণ। সে তখন সবেতেই বিদ্রোহ করতে চায়, অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তখন কী করেন আপনি? তাকে কি রেখে আসেন রাস্তার ধারে বা অন্য আশ্রয়ে?
পোষ্য আপনার সন্তানসম হলে, তার জীবনের ছোট্ট পরিসরে যখন সেই পরিবর্তনের ছায়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে এমন আচরণ কেন? আসলে বুঝেই ওঠা হয়নি যে, পোষ্যটি আপনার সন্তানসম কোনও দিন ছিল না।
২) পোষ্য রাখার কিছু নিয়ম আছে। সন্তানের যেমন ঠিক সময়ে টিকাকরণ, বাড়িতে সহবত শেখানো, স্কুলে ভর্তি করা এবং তার শিক্ষার খরচ সামলানো ইত্যাদির নিঃশর্ত দায়িত্ব আমাদের থাকে, ঠিক তেমনই দায়িত্ব পোষ্যটির প্রতিও রাখতে হবে। তারও এগুলো প্রয়োজন। আপনি যদিসন্তানকে নিজে খাওয়া, যথাযথ জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা, কথা বলার আদবকায়দা না শেখান, সে নিজে নিজে শিখবে না। পোষ্যটিরও বেড়ে ওঠার সময়ে এ সব কিছুতে নজর রাখতে হয়। সহাবস্থানের নিয়ম তাকে তার মতো করে বোঝাতে হয়। তা না করে যদি আপনি ভাবেন, পোষ্যটি আপনার মনের মতো হবে, সেটা কখনওই সম্ভব না। সন্তানের মতো দেখলে পোষ্যের জন্যও সময় এবং ধৈর্য দিতে হবে।
৩) মনে রাখবেন, পোষ্য এবং আপনি দু’টি আলাদা প্রজাতি। আপনার মনুষ্য সন্তানের ক্ষেত্রে প্রজাতিগত পার্থক্য থাকে না, তাই তার আচরণ বিষয়ে স্বভাবতই অবগত থাকেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু মা-বাবারা সন্তান আসার আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে থাকেন। পোষ্যকে আনার আগেও এতটা সময় দিতে হবে। জানতে হবে তার বৈশিষ্ট্য, আচরণ, প্রাথমিক চাহিদা ইত্যাদি।
একটি কুকুরকে পোষ্য হিসেবে এনে অনেকেই তাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোন না। কারণ হিসেবে উঠে আসে বাড়ির লোকের সময় নেই, অসম্ভব দুষ্টুমি করে, অন্য কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে চায় বা অন্য কুকুরের থেকে রোগ পোষ্যের শরীরে ঢুকে যেতে পারে। আপনার সন্তানটিকে কি এর একটি কারণেও স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেবেন? না কি, তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পাঠ দেবেন? পোষ্যকে প্রশ্রয় দিয়ে বখিয়ে দেওয়া বা সারা ক্ষণ শাসনে রেখে তাকে উত্যক্ত করে তোলা মোটেও সন্তানস্নেহ নয়। তাকে সুন্দর জীবন দিতে গেলে তার মতো করে আপনাকে শিক্ষিত হতে হবে। যেমন ভেবেচিন্তে পৃথিবীতে নিজের সন্তানকে আনেন, তেমনই পোষ্যকে আনার আগে ভাবুন। আজীবন নিজের কাছে রাখার জায়গা বাড়িতে এবং আপনার বুকের খাঁচায় আছে তো? না হলে থাক।

ঝাঁঝালো গন্ধ সহ্য করে নিয়মিত খেতে পারলে কাঁচা পেঁয়াজ ভালো

বাড়িতে তো বটেই, রেস্তরাঁয় খেতে গেলেও স্যালাডে কাঁচা পেঁয়াজ দিতে বারণ করেন। কারণ, পেঁয়াজের অস্বস্তিকর গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অনেকের আবার কাঁচা পেঁয়াজ খেলে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, হজমের সমস্যা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন অন্য কথা। পরিমিত পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে পেঁয়াজ খেলে শারীরিক সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
যেমন কারও যদি হজমের গোলমাল থাকে সে ক্ষেত্রে রাতে তা না খাওয়াই ভাল। আবার সকালে জলখাবারে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তবে, পেঁয়াজের মধ্যে যে সব উপাদান রয়েছে, তা আদতে শরীরের জন্য ভাল। তা ছাড়া গরমকালে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে শরীরও ঠান্ডা থাকে।
পেঁয়াজে এমন কী কী আছে যা খেলে শরীর ভাল থাকতে পারে?
১) ফাইবার বেশি
পেঁয়াজ খেলে অনেকেরই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পরিমিত পরিমাণে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে তা খাবার হজম করাতে সাহায্য করে। পেঁয়াজের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। অন্ত্র ভাল রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা মেটাতেও পেঁয়াজ বেশ কার্যকর।
২) অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ
ফ্ল্যাভনয়েড এবং সালফারের মতো উপাদান প্রদাহনাশক হিসেবেই পরিচিত। পেঁয়াজের মধ্যে এই দুটি উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তাই নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে প্রদাহজনিত সমস্যা সহজেই এড়ানো যায়।
৩) ভিটামিন সি
টকজাতীয় ফলে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ বেশি। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না পেঁয়াজের মধ্যেও ভিটামিন সি থাকে। আর থাকে ভিটামিন বি৬। বিপাকহার উন্নত করা থেকে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে এই উপাদানগুলি।
৪) প্রিবায়োটিক উপাদান
পেঁয়াজের মধ্যে রয়েছে ইনিউলিন নামক এক ধরনের ফাইবার। এই উপদানটি অন্ত্রে ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি খাবার হজম করতে সাহায্য করে।
৫) শর্করা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা
বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পেঁয়াজের মধ্যে ইনসুলিন হরমোনের “সেনসিটিভিটি” নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তাই রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ডায়েটে কাঁচা পেঁয়াজ রাখা জরুরি।

সর্ষে দিয়ে মাছের ঝোলের প্রণালী

ট্যালট্যালে মাছের ঝোল দেখলেই বাড়ির সকলের মাথা গরম। বেশির ভাগেরই ধারণা, শরীর কিংবা পেট খারাপ না হলে এই ধরনের রান্না কেউ ভালবেসে খায় না। তবে, সুস্বাদু রান্না মানেই যে খুব তেলমশলা যুক্ত রগরগে খাবার, এমন কিন্তু নয়। অফিসে যাওয়ার আগে রোজ কষিয়ে-মজিয়ে রান্না করাও যায় না। অল্প তেল, সামান্য মশলা দিয়েও রাঁধা মাছের ঝোলের স্বাদ কিন্তু অতুলনীয় হতে পারে।
তেমন পদের রন্ধন প্রণালী দেওয়া রইল এখানে।

উপকরণ:
কাতলা বা রুই মাছ: ৪-৬ টুকরো
আলু: ১টি
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
আদা: আধ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ২টি
কালোজিরে: ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ২ টেবিল চামচ
ধনে পাতা: আধ কাপ
নুন: প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রণালী:
১) প্রথমে মাছগুলো ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। ২) কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে নিন। ৩) ওই তেলের মধ্যে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা দিন। একটু ভেজে নিয়ে দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি। ৪) কম আঁচে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর পর দিয়ে দিন আদা বাটা। ৫) এ বার টুকরো করে কাটা আলু তেলে ছাড়ুন। একটু নাড়চাড়া করে নিয়ে কড়াইতে দিন একটু হলুদ, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো। ৬) কিছু ক্ষণ পর ২ কাপ মতো জল দিন। এ বার ঢাকা দিয়ে আলু সেদ্ধ হতে দিন। ৭) মিনিট পাঁচেক পরে ঢাকনা খুলে ভাজা মাছগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ ফোটান। স্বাদ মতো নুন, মিষ্টি দিন।
৮) ঝোল একটু ঘন হয়ে এলে আঁচ বন্ধ করে দিন। উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ইয়ারফোনর দ্বারা কী ভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে

সারা দিনের ক্লান্তি, অবসাদ কাটাতে মিউজিক থেরাপি বেশ উপকারী। ইনসমনিয়া বা অনিদ্রাজনিত সমস্যাতেও এই টোটকা বেশ কাজের। তাই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কানে ইয়ারফোন গুঁজে, গান শুনতে শুনতেই ঘুমোনোর অভ্যাস করেছিলেন এক তরুণী। তা থেকেই সারা জীবনের মতো শ্রবণশক্তি হারাতে হয় তাঁকে। ঘটনা চিনের শাংডং প্রদেশের।
পেশায় ব্যক্তিগত সচিব, বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ওয়াং হঠাতএক দিন লক্ষ করেন, অফিসে সহকর্মীরা সকলেই মুখ নাড়ছেন, কিন্তু কারও কথাই তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না। প্রথমে বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলাকালীন উর্ধ্বতনদের কোনও কথা একেবারে শুনতে না পাওয়ায় ওয়াং ততণাতস্থানীয় হাসপাতালে ছোটেন। কানের চিকিতক পরীক্ষা করে জানান, নিয়মিত কানে ইয়ারফোন গুঁজে গান শোনার অভ্যাসে ওয়াংয়ের বাঁ কানের শ্রবণশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওয়াংয়ের চিকিতক লি টাও জানিয়েছেন, কানের স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে এই ধরনের সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। খুব জোরে গান শুনলেই যে শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে এমনটা নয়। একটানা অনেক ক্ষণ ধরে গান শুনলেও একই রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। কানের স্বাস্থ্যের জন্য লি সকলকে “৬০-৬০” নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাতগান বা যন্ত্রসঙ্গীত যা-ই শুনুন, তা একটানা ৬০ মিনিটের বেশি শোনা যাবে না এবং শব্দের মাত্রা ৬০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকতে হবে।

অল্প বয়স থেকে ৫ কাজ অভ্যাস করতে পারলে কাছে ঘেঁষবে না রোগ

কর্মজীবনের দীর্ঘ ২০-৩০ বছর এক রুটিনে থাকার পর হঠাতঅবসর শরীর এবং মনের উপর চাপ ফেলে। সকলে সেই চাপ সামলে উঠতে পারেন না। দিনে দিনে শরীর খারাপ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি জটিল হলে চিকিতক এবং ওষুধ ছাড়া এক পা ফেলার উপায় থাকে না। তবে মনোবিদেরা বলছেন, বয়স ষাটের কাছাকাছি পৌঁছনোর আগে থেকেই যদি প্রতি দিনের রুটিনে একটু একটু করে কিছু কাজ যোগ করতে পারা যায়, তা হলে জীবনের গতি অনেকটা সাবলীল হয়ে উঠতে পারে। বয়স বাড়লেও শরীর এবং মনের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না।
১) শরীরচর্চা রোজ অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টা শরীরচর্চা করলেই অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাস ছয়েক টানা শরীরচর্চা করলে ক্যানসারের মতো মারণরোগও ঠেকিয়ে রাখা যায়। ২) বাদাম খাওয়া গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি দিন এক মুঠো করে বাদাম খেলে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়। বাদামের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ই, কে, ম্যাগনেশিয়াম, কপারের মতো বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান। তা বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাওয়া রোগগুলিকে বশে রাখতে সাহায্য করে। ৩) শোয়ার আগে বই পড়া ফোনের স্ক্রিন চোখ থেকে সরিয়ে প্রতি দিন অন্তত একটি পাতা করে বই পড়ার চেষ্টা করুন। বয়স বাড়লে মানুষের ধৈর্য কমে আসে, মনোযোগের অভাবও হয়। স্মৃতিশক্তি ফিকে হতে শুরু করে। ২০১৬ সালের একটি গবেষণা বলছে, বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা এই সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বই পড়ার অভ্যাস। ৪) গাছে জল দেওয়া অনেকে বলেন, দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে অবসরের পর বাগানচর্চা করে সময় কাটাবেন। মনোবিদেরা বলছেন, মন ভাল রাখতে এখন সবুজের সঙ্গে সময় কাটানোর নিদান দেওয়া হয় এবং তা ভীষণ ভাবে কার্যকরী। অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক বলছেন, অবসরের পর দিনে অন্তত এক ঘণ্টা গাছের সঙ্গে কাটালে বয়সজনিত অনেক রোগই ঠেকিয়ে রাখা যায়। ৫) বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা সারা দিনে অন্তত মিনিট দশেক এমন কোনও এক জনের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস করুন, যার সঙ্গে চট করে দেখা হয় না। গবেষণা বলছে, পরিবার- পরিজনের বাইরে সুস্থ আলোচনা আসলে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে সাহায্য করে।

গ্রীষ্মের মতো উষ্ণ ঋতুতে কী ভাবে ত্বকের খেয়াল রাখেন

পর্দায় থাকুক কিংবা না থাকুক, সানি লিওনিকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। সানির ব্যক্তিজীবন নিয়ে যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি তাঁর সৌন্দর্যের রহস্য জানতেও উতুক অনুরাগীর অভাব নেই। সানি ৪০ পেরিয়েছেন বহু দিন হল। কিন্তু তাঁর ত্বকের পেলবতা আর তারুণ্য তা বলছে না। ত্বকের জৌলুসে পিছনে ফেলে দেবেন অনেককেই।
সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে সানি জানিয়েছেন কী ভাবে তিনি রূপচর্চা করেন?
১) ত্বকের খেয়াল রাখতে ক্লিনজার ব্যবহার করতে ভোলেন না সানি। ক্লিনজিং রূপচর্চার অন্যতম ধাপ, সেটাই বিশ্বাস করেন সানি। তাই প্রতি দিন ক্লিনজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।
২) মেক আপ না মুছে ঘুমোন না সানি। যত ক্লান্ত হোন, যত পরিশ্রমই হোক, সানি মেক আপ তুলে তবেই ঘুমোতে যান। ৩) দরকার না হলে মেকআপ করেন না সানি। শুটিং বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান থাকলে তবেই মেকআপ করেন। না হলে ময়েশ্চারাইজার মেখেই বেরিয়ে পড়েন সানি। ৪) সানি বিশ্বাস করেন ত্বক ভাল রাখার জন্য জল খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই সারা দিনে ৩-৪ লিটার জল খান। শুধু জল নয়, ত্বক ভাল রাখতে খেতে হবে ফলও। তাই জল সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খাওয়া জরুরি বলে মনে করেন সানি। ৫) বাইরের খাবার একেবারেই খান না সানি। সব সময় চেষ্টা করেন ঘরে তৈরি খাবার খেতে। শুটিং থাকলেও সানির সঙ্গে থাকে ঘরোয়া খাবার। বেশির ভাগ সময়ে তরল খাবার খান তিনি।

দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

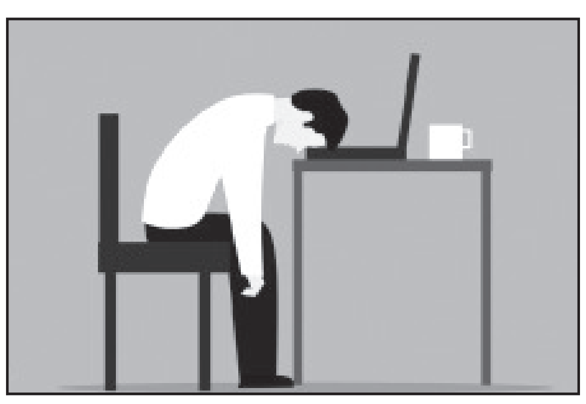

অফিসে ঢোকা মাত্র একগুচ্ছ ফাইল জমা পড়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব সেরে ফেলতে হবে। তার পর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মিটিং। সেই সব কাজ করতে গিয়ে শৌচাগারে যাওয়ারই সময় হয় না। যত ক্ষণ না পেট ফেটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তত ক্ষণ কাজ করেই চলেন। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেই পিঠ-কোমর জানান দেয়।
রাতে শুয়েও শান্তি নেই। পিঠ-কোমরের যন্ত্রণায় ছটফট করেন। দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে কাজ করার ফলে এমন সমস্যার সম্মুখীন হন অনেকেই। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, এই ধরনের অভ্যাস কিন্তু শুধু ব্যথা-যন্ত্রণা নয়, বড় কোনও বিপদও ডেকে আনতে পারে।
দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
১) পা, পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে: দীর্ঘ ক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে অনেকেরই পায়ের পাতা ফুলে যায়। আকারে বড় হয়ে যায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন -এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ক্ষণ পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে থাকলে শরীরের যাবতীয় ফ্লুইড পায়ের পাতায় এসে জমা হয়। যার ফলে পা ফুলতে থাকে। কারও কারও পায়ে রক্ত জমাট বাঁধতেও দেখা যায়। ২) কোমর, নিতম্বের পেশিতে ব্যথা: অনেক ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে অনেকেরই পিঠ, কোমরে ব্যথা হয়। হার্ভার্ড হেল পাবলিশিং-এর দেওয়া তথ্য বলছে, এই ভাবে টানা চেয়ারে বসে থাকলে কোমরের একেবারে শেষপ্রান্তে থাকা ”সিট বোন”এর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। ফলে সেই সংলগ্ন স্নায়ু, পেশি, নরম হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধরনের ব্যথা কিন্তু খুব সাধারণ নয়, সুদূরপ্রসারী।
৩) ওজন বেড়ে যাওয়া: ওজন বেড়ে যাওয়ার মতো কিছুই খাচ্ছেন না। তা-ও চড়চড় করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, মেদ জমতে দেখলে প্রথমেই খাবারের উপর কোপ পড়ে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে মানুষ দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে বসেই ওজন বাড়িয়ে ফেলেন। নিয়মিত শরীরচর্চা বা বেশি নড়চড়া না করলে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। ৪) অতিরিক্ত ক্লান্ত বোধ করা: ঠিক যে ঘুম পাচ্ছে, তা নয়। আবার, খুব কাজ করে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা- ও নয়। কিন্তু, কোনও কাজই করতে ভাল লাগছে না। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে এমনটা কিন্তু হতেই পারে। তাই কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া প্রয়োজন।
৫) হাড়ের গঠন, ভঙ্গি সংক্রান্ত সমস্যা: পেট মুড়ে, মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে বসা যদি অভ্যাস করে ফেলেন, তা হলে হাড়ের গঠন, ভঙ্গি সংক্রান্ত সমস্যা হতে বাধ্য। যা পরবর্তী কালে স্পন্ডিলাইটিস, ভার্টিগো-র মতো রোগ ডেকে আনতে পারে। ঘাড়, কাঁধের পেশির নমনীয়তাও নষ্ট করতে পারে। এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কী কী করবেন? ১) বেশি করে হাঁটুন: দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে না থেকে যদি সম্ভব হয়, এক ঘণ্টা অন্তর হেঁটে আসুন। তাতে শরীরের সমস্ত পেশি সচল থাকবে।
২) স্ট্রেচিং করুন: কাজ ছেড়ে হাঁটতে যেতে পারছেন না? ক্ষতি নেই, স্ট্রেচিং করুন। পিঠ, কোমর, পায়ের স্ট্রেচিং করার বিশেষ কিছু ভঙ্গি রয়েছে। কাজের মাঝে সেগুলি করতে পারলে ব্যথা-বেদনা এড়ানো যায়। ৩) কিছু ক্ষণ অন্তর বিরতি নিন: গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সময়ের অভাব তো থাকবেই। তবু পিঠ-কোমরের সমস্যা এড়াতে মাঝেমধ্যে বিরতি নিতেই হবে। তাতে শুধু ব্যথা-বেদনা নয়, চোখ এবং মাথারও বিশ্রাম হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে বহুমুখী সম্পর্ক সমৃদ্ধির অঙ্গীকার ভারতীয় হাইকমিশনারের

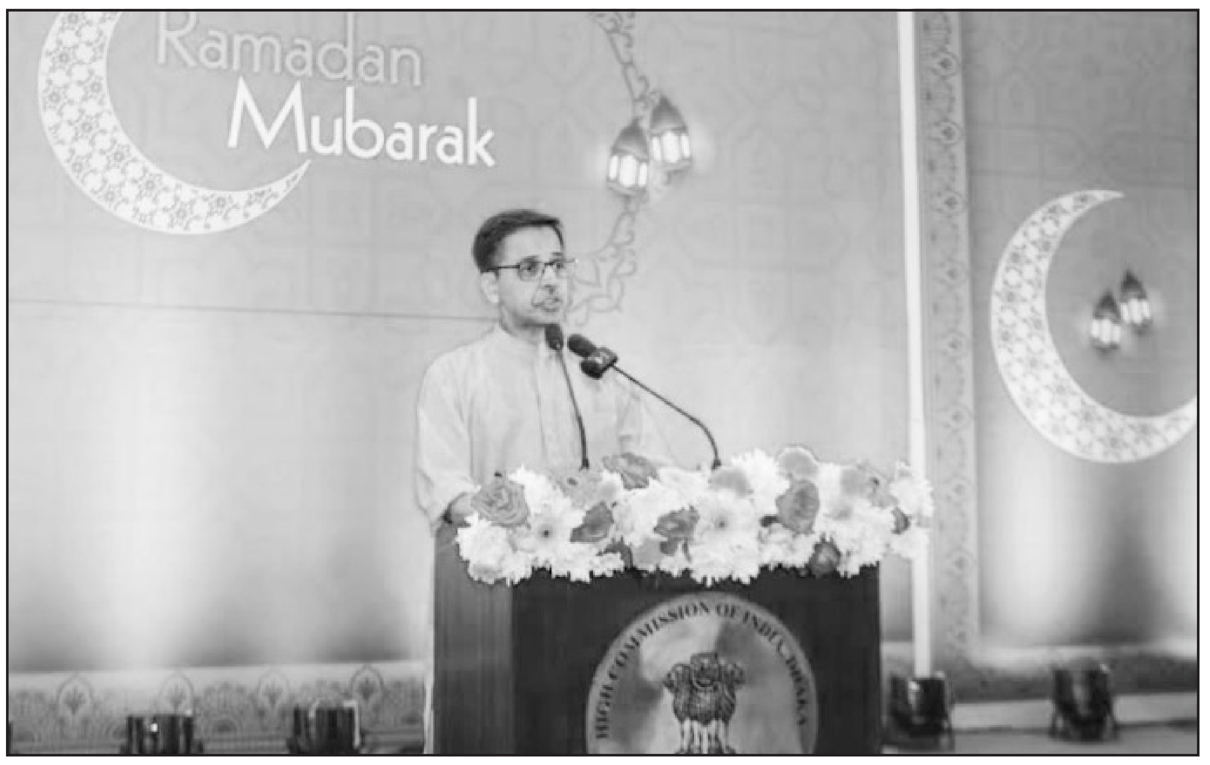

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২০।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার গভীর বন্ধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের যৌথ আত্মত্যাগের মূলে থাকা বিশেষ ও বহুমুখী সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
এক ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার চেতনা বিকাশে ইফতারের তাৎপর্য তুলে ধরেন। ১৯ মার্চ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এই ইফতারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সরকার, আইনসভা, বিচার বিভাগ, রাজনৈতিক দল, সশস্ত্র বাহিনী, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিসহ সর্বস্তরের ৪ শতাধিক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। হাইকমিশনার উল্লেখ করেন, ইফতার জমায়েতটি মানুষে-মানুষে গভীর সম্পর্কের প্রতীক, যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ধর্মমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান।

লোকসভা নির্বাচন : উত্তর প্রদেশের ৮টি আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু

লখনউ, ২০ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য উত্তর প্রদেশের ৮টি আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৭ দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪। বুধবার থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
উত্তর প্রদেশের ৮টি আসনে শুরু হওয়া মনোনয়ন প্রক্রিয়ার কারণে প্রশাসন ও পুলিশ খুবই সতর্কতা অবলম্বন করছে। বিশৃঙ্খলা মোকাবিলায় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। উত্তর প্রদেশের জেলাগুলির সীমানায় নজরদারি এবং সতর্কতা বাড়িয়েছে পুলিশ-প্রশাসন।

রাজ্যের মুকুটে জুড়ল নতুন পাল, জিআই ট্যাগ পেলো 'বাংলার মসলিন'

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : সুন্দরবনের মধু অথবা উত্তরবঙ্গের কালোনুনিয়া চালের পর রাজ্যের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই ট্যাগ পেলো 'বাংলার মসলিন'। সোমবার কেন্দ্রের জিআই কর্তৃপক্ষের তরফে এই খবর জানানো হয়। ২০১৯ সালে এই স্বীকৃতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ আবেদন করে। এই বিষয়ে রাজ্যের দীর্ঘ লড়াইয়ে জয় এনে দিল এই স্বীকৃতি।
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মসলিন তৈরি হলেও সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ। অন্যান্য মসলিন যেখানে মাত্র ১৫০ কাউন্টের, সেখানে বাংলার মসলিনের অধিকাংশই ৩০০ থেকে ৫০০ কাউন্টের।
এ রাজ্যের মসলিন এতটাই সূক্ষ্ম যে, আংটির ভিতর দিয়েও গলে যায়; আবার কখনও রেখে দেওয়া যায় ছোট্ট দেশলাই বাক্সের মধ্যেও! বাংলার মসলিন এই স্বীকৃতি পাওয়ায়, এর উৎপাদনকারী এবং এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তি বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমান এ রাজ্যের মসলিনের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র।

দেশে ৪৫ শতাংশের বেশি স্টার্ট-আপের নেতৃত্বে রয়েছে নারী শক্তি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): দেশে ৪৫ শতাংশের বেশি স্টার্ট-আপের নেতৃত্বে রয়েছে নারী শক্তি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের ৪৫ শতাংশের বেশি স্টার্ট-আপগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা। আমাদের মেয়েরা আধুনিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছেন।
নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে স্টার্ট আপ ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম প্রদর্শনী — স্টার্ট আপ মহাকুম্ভ। এই স্টার্ট আপ মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগ উদ্ভাবনী ধারণাগুলির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে এবং সেই ধারণাগুলিকে অর্থায়নের উৎসগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এখন আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমটি মেগাসিটিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ছোট শহরের যুবকরা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে বিপ্লবের পথপ্রদর্শক।'
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারতীয় যুবকদের সামর্থ্যের উপর আস্থা রেখে, আমরা তাঁদের আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন করেছি; চাকরিপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে তরুণরা এখন চাকরিদাতা হতে আগ্রহী।'

লোক জনশক্তি পার্টির সংসদীয় দলের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : বুধবার লোক জনশক্তি পার্টির সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয়েছে। দিল্লিতে চিরাগ পাসোয়ানের নেতৃত্বে সংসদীয় দলের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বুধবারের এই বৈঠকে লোক জনশক্তি পার্টি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কৌশল ঠিক করবে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, এবারে ৭ দফায় হবে লোকসভা নির্বাচন। ভোট গণনা হবে ৪ জুন।

কোল থেকে পড়ে গিয়ে শপিং মলে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

রায়পুর, ২০ মার্চ (হি. স.): ছত্তিশগড়ের রায়পুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শপিং মলে ঘুরতে গিয়ে কোল থেকে পড়ে মৃত্যু হল শিশুর। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে শপিং মলের তিনতলা থেকে পড়ে যায় শিশুটি।
শপিং মলের সিসিটিভি থেকে দেখা গিয়েছে, একজন ব্যক্তির কোলে শিশুটি ছিল। শপিং মলের চলন্ত সিড়ির কাছে আর একটি শিশুকে উঠতে সহায়তা করার সময়ই কোল থেকে পিছলে পড়ে যায় শিশুটি। প্রায় ৪০ ফুট উপর থেকে পড়ে যায় শিশুটি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অভিষেকের বিরুদ্ধে ইডির 'কড়া পদক্ষেপে' সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ বহাল

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ, (হি.স.): আপাতত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে তলব করতে পারবে না ইডি। কয়লা পাচার মামলায় নিজেদের অন্তর্বর্তী নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।
বুধবার অভিষেকের রক্ষাকবচ বহাল রেখে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও 'কড়া পদক্ষেপ' করতে পারবে না ইডি।
আগামী ১০ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।
এই প্রসঙ্গে অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু বলেন, "মামলাকারী এক জন সাংসদ। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তদন্তে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন আদালতে ইডির হয়ে সওয়াল করা কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।"
একই সঙ্গে সঞ্জয়বাবু জানান, ২০২২ সালের মার্চ মাসের পর আর এই মামলায় অভিষেককে তলব করেনি ইডি। ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসের পর কয়লা পাচার মামলায় তলব করা হয়নি রুজিরাকেও। তাই ওই দু'জনকে তলবের বিষয়ে কোনও দ্রুততা নেই তদন্তকারী সংস্থাটির।
কয়লা পাচার মামলায় অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে বেশ কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। এ ব্যাপারে এর আগে দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ইডির সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁরা আবেদনে জানান, তাঁদের যেন কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
২০২২ সালের ১৭ মে সেই মামলাতেও সুপ্রিম কোর্ট অভিষেকদের পক্ষেই রায় দিয়েছিল। দিল্লির বদলে তৃণমূল সাংসদ এবং তাঁর স্ত্রীকে কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। তবে একই সঙ্গে এ-ও বলে দেয় যে, অভিষেক-রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে যেন কলকাতায় ইডি আধিকারিকদের কোনও হেনস্থার মুখে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকেই।

৩ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে চলেছে পুরসভা

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচে বহুতল বিপর্যয়ের ঘটনায় অস্বস্তি কিছুতেই কাটছে না কলকাতা পুরসভার। ঘটনার জেরে যে আধিকারিকদের শোকজ করা হয়েছিল, এ বার সেই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।
গার্ডেনরিচের ঘটনা নিয়ে মতান্তরে জড়িয়ে পড়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এমনই পরিস্থিতিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুরসভা। পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, এক জন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে।
এই তিন আধিকারিককে সোমবার শোকজ করেছিল কলকাতা পুরসভা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে যে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই ওই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।
এ বিষয়ে পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

মোদীজি প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ওবিসিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করেছেন : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): মোদীজি হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ওবিসিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করেছেন। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস কখনই অনগ্রসর শ্রেণির কথা চিন্তা করেনি। কংগ্রেস তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কাকা কালেলকর কমিশনের রিপোর্টে মনোযোগ দেয়নি।' বুধবার একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, এবার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ পার, পদ্ম প্রতীকে আমরা ৩৭০টির বেশি আসনে জয়লাভ করব। এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে, কারণ প্রথমবারের মতো একজন প্রধানমন্ত্রী ভারতের জনগণের আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্ন পূরণ করেছেন। বিগত ১০ বছরে দেশে কী কী উন্নতি হয়েছে তাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। তিনি আরও বলেছেন, 'ইউসিসি এখন থেকে নয়, ১৯৫০ সাল থেকে একটি ইস্যু।
আমাদের দল এ জন্য আন্দোলন করেছে, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না।
আমরা বিশ্বাস করি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সবার জন্য একই আইন থাকা উচিত। ইউসিসি হল দেশের মানুষের কাছে বিজেপির প্রতিশ্রুতি।'

বিজেপিতে ফিরে এলেন তামিলিসাই সুন্দরারাজন

চেন্নাই, ২০ মার্চ (হি. স.): বুধবার বিজেপিতে পুনরায় যোগদান করলেন তেলেঙ্গানার সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সুন্দরারাজন। তিনি ফের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, তেলঙ্গানার রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তমিলিসাই ছিলেন তামিলনাড়ু বিজেপির সক্রিয় সদস্য। তামিলনাড়ু বিজেপির সভানেত্রীও ছিলেন তিনি।
এদিন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তামিলিসাই বলেন যে, 'আজ আমার কাছে আনন্দের দিন, বিজেপিতে ফিরতে পেরে আমি খুশি। আমি লোকসভা ভোটে প্রার্থী হতে চাই। আমি আমার এই ইচ্ছার কথা দলীয় নেতৃত্বের কাছে জানিয়েছি।' তিনি এও বলেন, 'রাজ্যপাল হিসেবে আমি প্রচুর সুযোগ সুবিধা পেতাম, সেসব এককথায় ছেড়ে এসেছি। তার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই'।
প্রসঙ্গত, তামিলিসাই তেলঙ্গানার রাজ্যপালের পাশাপাশি পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের দায়িত্বও পালন করতেন। সোমবার আচমকাই তিনি ওই দুটি পদ থেকে ইস্তফা দেন। হঠাৎ কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। এমন জল্পনাও চলছিল রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কি আবারও সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে যাবেন তমিলিসাই? বুধবার বিজেপিতে তামিলিসাই পুনরায় যোগদানের পর সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়লো।

স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রবর্তন : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রবর্তন।
জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার গণতন্ত্রের ওপর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রবর্তন স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পবিত্রতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র আধুনিক গণতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং বৃহত্তর নাগরিক ব্যস্ততার পথ প্রশস্ত করে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে যারা আমাদের গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের দায়িত্বগুলি উত্তরাধিকারী হবে।'
বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন পরিচালনার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি স্থিতিস্থাপকতা এবং এর গণতান্ত্রিক যন্ত্রের অভিযোজনযোগ্যতা, যা বোঝায় যে জটিলতার মধ্যেও, প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ। ৯৬৮ মিলিয়ন রেজিস্ট্রার্ড ভোটার, ১৫ মিলিয়ন নির্বাচনী আধিকারিক এবং ১.২ মিলিয়ন ভোটকেন্দ্র-সহ, ভারতের জাতীয় নির্বাচনের আসন্ন ১৮-তম সংস্করণ এখনও পর্যন্ত ধরিত্রীতে প্রত্যক্ষ করা সবচেয়ে বড় নির্বাচনী লজিস্টিক অনুশীলন।'

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তেজনা, অভিযুক্তের গাড়িতে আগুন

দুর্গাপুর, ২০ মার্চ (হি.স.) : তৃণমূলের এক কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এলাকার এক সুদ কারবারির বিরুদ্ধে।অভিযুক্তের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা। দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার গোপালপুর এলাকায় ঘটনাটিকে ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়।
মৃতের নাম পবিত্র বিশ্বাস। ২৭ বছর বয়সি পবিত্রর পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ তাঁকে শম্ভু দাস নামে এক যুবক ফোন করে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর রাতে আর পবিত্রর খোঁজ পাওয়া যায়নি।
ভোর ৩টের সময় শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে ওই যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসীরা।
দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পবিত্রর পরিবার। শম্ভু দাসের বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুরের সঙ্গে তাঁর একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী, দমকলের একটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বুধবারও থমথমে এলাকা।
পবিত্রর পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, শম্ভু দাস সুদের কারবার করতেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কারণেই এই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

পশুপতির ইস্তফা গৃহীত, কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পশুপতি কুমার পরশের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার জরুরি ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পশুপতি কুমার পরশের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুকে তাঁর বর্তমান মন্ত্রক ছাড়াও কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হোক। রাষ্ট্রপতির এই নির্দেশের পর বুধবার কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন কিরেণ রিজিজু।
মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন পশুপতি কুমার পরশ। বিজেপির বিরুদ্ধেও তিনি আক্রমণ শানান, বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসন বন্টন নিয়ে তাঁর দল রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির সঙ্গে অন্যায় করেছে বিজেপি। একাধিক অভিযোগ এনে তিনি মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। আর বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেছেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফির বিশ্ব ভ্রমণ শুরু

নিউইয়র্ক, ২০ মার্চ (হি.স.): নিউইয়র্ক থেকে শুরু হয়েছে টি-টোয়েন্টি ট্রফির বিশ্ব ভ্রমণ। আইসিসির এই আয়োজনে বাড়তি মাত্রা যোগ করেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ক্রিস গেইল। সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের পেসার আলি খান। ট্রফি ট্যুরের শুরুটা হয়েছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে। ছিল লাইটিংয়ের বিশাল ব্যবস্থা। টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল নীল-গোলাপি রঙে বর্ণীল হয়ে ওঠে নিউইয়র্কের আইকনিক স্থাপনাটি।
ক্রিকেট ফ্যানদের নজর কাড়তেই দেশটির বিভিন্ন স্থানে ট্রফিটি প্রদর্শনীর জন্য রাখা হচ্ছে।আমেরিকার মাটিতে এই প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন করা হচ্ছে।

নিশীথ-উদয়ন সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল, খোঁচা উদয়নের

কোচবিহার, ২০ মার্চ (হি.স.) : নিশীথ প্রামাণিক ও উদয়ন গুহ দুই মন্ত্রীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে এলাকায় ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করছে তৃণমূল। যার পরিপ্রেক্ষিতে দিনহাটা যাচ্ছেন রাজ্যপাল। এই সফর নিয়েও সিভি আনন্দ বোসকে বিঁধলেন উদয়ন গুহ। ইঙ্গিতে তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে কটাক্ষ করলেন তিনি।
বুধবার একাধিক কর্মসূচি বাতিল করে দিনহাটা যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যা নিয়ে রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ইঙ্গিতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়, শুনলাম আপনি দিনহাটায় আসছেন। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবশ্যই নিয়ে আসবেন।' প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়। বারবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করা, বিজেপির হয়ে সুর চড়ানোর অভিযোগ করেছে শাসকদল। এদিনও ইঙ্গিতে সেটাই বোঝাতে চাইলেন রাজ্যের মন্ত্রী।
মঙ্গলবার রাতে ভোটের প্রচার সেরে দিনহাটা শহরে ফিরছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ওই সময়ই রাস্তা দিয়ে আসছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়। দুই কনভয় মুখোমুখি আসতেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা। বাদ পড়েননি দুই মন্ত্রীও। রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় দু'জনের। গতকাল রাতে দু পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। যা স্বাভাবিকভাবেই বিরাট আকার নেয়। বুধবার দিনহাটায় বন্ধের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। এদিকে গোটা ঘটনায় রিপোর্ট নিয়েছেন রাজ্যপাল।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৮৮ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারে। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড সপ্তাহের তৃতীয় এবং দ্বিতীয় দিনে প্রথম বাণিজ্যে ০.১৩ ডলার বা ০.১৫ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৭.২৫ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি করছে, ০.২৬ ডলার বা ০.৩১ শতাংশ কমে ৮৩.২১ ডলারে লেনদেন করছে।

তামিলনাড়ু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর ক্ষমা চাইলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দলাজে

বেঙ্গালুরু, ২০ মার্চ (হি. স.): বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্যের পর ক্ষমা চাইলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দলাজে। তিনি বলেছিলেন, তামিলনাড়ু থেকে কেউ এসে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তাঁর সেই বক্তব্য ভাইরাল হয়। চারিদিকে নিন্দার ঝড় ওঠে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নিজের বক্তব্য ফিরিয়ে নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেত্রী শোভা করন্দলাজে।
সোমবার রাতে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে নেন। লেখেন, তামিল ভাই-বোনদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তামিলনাড়ুর মানুষের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। তবে ক্ষমা চাইলেও তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনকে দোষারোপ করতে ছাড়েননি তিনি। শোভা বলেন, স্ট্যালিনের সময়কালে তামিলনাড়ুতে কী চলছে? শুধু হিন্দু এবং বিজেপি কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করাই স্ট্যালিনের প্রধান কাজ। যেভাবে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ছে তাতে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন স্ট্যালিন। প্রসঙ্গত, ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ ঘটে। আইইডি ব্যবহার করেই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

আবাসে

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্য ত্রিপুরার দুটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেওয়া।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

ওই কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, বরিষ্ঠ আইনজীবি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, মিলন বৈদ্য, দীপক দেব, পরেশ সরকার, পার্থ কর্মকার, স্বপন বণিক, অশোক দেববর্মা, দীবাচন্দ্র রাঙ্খল, জয়ন্ত দত্ত, প্রদ্যোত মজুমদার, বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত, গোপাল দাস, নারায়ণ কর, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, সুব্রত ভৌমিক, অঞ্জন শুক্ল বৈদ্য, প্রবীণ সিংহ এবং শব্দ কুমার জমাতিয়া।সাথে তিনি যোগ করেন, জেলা এবং বিধানসভা ভিত্তিক কমিটিও গঠন করা হবে। কারণ, ইন্ডিয়া ব্লক সর্বশক্তি নিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে। তাঁর আশা, ত্রিপুরবাসী সঠিক বিচার বিবেচনা করবেন। ত্রিপুরার মানুষ দেশের এবং রাজ্যের পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচনা করবেন। এরই ফাঁকে তিনি নাম না করে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনকে একহাত নিয়েছেন।সুদীপের কটাক্ষ, পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থীর পরিচয় ত্রিপুরার মানুষ জানেন বলে মনে হয় না। তিনি শিলং-এ জন্মেছেন এবং সেখানেই পড়াশুনা করেছেন। তারপর বৈবাহিক সুত্রে তিনি ছত্তিসগঢ়ে রয়েছেন। ফলে, পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটারগণ মতাধিকার প্রয়োগে এসমস্ত বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করবেন। তিনি প্রদ্যোতের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপের সুরে বলেন, তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠিকে বিক্রি করে নিজের বোনকে প্রার্থী বানিয়েছেন।এদিন জিতেন্দ্র বাবু বলেন, আজ ইন্ডিয়া ব্লকের নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে প্রচার কর্মসূচীর কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁর কথায়, আগামী ২২ মার্চ ওই কমিটি পুণরায় বৈঠকে বসবে। নির্বাচন পর্যন্ত প্রচার কর্মসূচীর বিস্তারিত রূপরেখা নির্ণয় হবে। তাঁর দাবি, আজকের বৈঠকে আলোচনা হলেও আরও সুচারুভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জানান, রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে আগামী ২২ মার্চ ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী রতন দাস মনোনয়ন পত্র জমে দেবেন। এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা ২৭ মার্চ এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং ২৮ মার্চ মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন।তিনি প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, গত ছয় বছরের বিভিন্ন নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আগামী লোকসভা ভোট এবং বিধানসভার উপনির্বাচন তার থেকে ব্যতিক্রমি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

পড়ুয়ার

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, একই গ্রামের বিশুদাস, শিখা দাস, অভিজিত দাস ও গৌতম দাস ওই নাবালিকার বিরুদ্ধে মোবাইল চুরির অভিযোগ তুলে। তারপর ওই নাবালিকাকে ওই চার অভিযুক্তরা বেধড়ক মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় ওই নাবালিকা। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালিকার। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ওই নাবালিকার মৃত্যুর জন্য দায়ী চারজনকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। নাবালিকার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

এদিন বিরোধী দলনেতার পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের নিরিখে সিপিএম প্রধান বিরোধী দলের সম্মান পেতে পারত। কিন্তু সংখ্যাতথ্যের ভিত্তিতে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে তিপরা মথা।তাছাড়া, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার থেকেও বেশি শাসক দলের ভুল তিনি বিধানসভায় তুলে ধরতেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

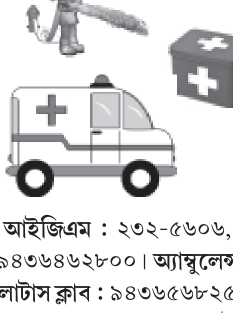

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জে বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ২০ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জে ন্যাশনাল হেল মিশনের অধীনে ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম বুধবার বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। মুখের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রচারের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়।করিমগঞ্জের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং এর নেতৃত্বে একটি র‍্যালির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হয়। র‍্যালি, যা করিমগঞ্জের শহরাঞ্চলের আশা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীরা যোগদান করে। এতে জেলা নোডাল অফিসার ডা. আবদুস সালাম তাপাদার, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী, ঙুৰুঙঙৰুঞ্ঞ পরামর্শদাতা দেবজিৎ দে,ডেন্টাল সার্জন ডা. মৌটুসী চক্রবর্তী, ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার ম্যানেজার মনীষা রায়, মনোবিজ্ঞানী নিহারিকা গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালির পর, করিমগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টারে ডেন্টাল চেক-আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মৌখিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভাব্য মৌখিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি নির্ণয় করা। ডিইআইসি ক্যাম্প ছাড়াও, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মক্রম (আরবিএসকে) এর অধীনে মোবাইল হেল টিমগুলিও জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে স্ক্রিনিং ক্যাম্প পরিচালনা করে। এই স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা, যারা প্রায়শই মৌখিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তারা ভাল মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস বজায় রাখার বিষয়ে সময়মত মনোযোগ এবং পরামর্শ লাভ করে। বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস পালন, মৌখিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য করিমগঞ্জের জাতীয় মৌখিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অঙ্গীকারকে জোরদার করে।

তিন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা, কটাক্ষ সজলের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): কলকাতা পুরসভার তিন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কড়া ব্যবস্থার পদক্ষেপকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ।তিনি বলেন, "আসলে ওই আধিকারিকদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ করে কারা টাকা খেয়েছে, আর কারা শাস্তি পাচ্ছে এখন সবাই জেনে গিয়েছে। আসলে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের মেরুদণ্ড নেই। তাঁদের তো আর বদলি করে শিলিগুড়ি পাঠানো যাবে না। পুরসভার সকল আধিকারিক যদি একজোট হয়ে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে, তা হলেই পুর প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে যাবে।"সজলের বক্তব্য, "পুর আধিকারিকদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ নেই আমি এমনটা বলছি না। তবে এ ক্ষেত্রে পুর আধিকারিকদের প্রতিবাদ করা দরকার। কারণ মেয়র নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যর্থ হয়েছেন।
অভিযুক্ত ওই প্রোমোটার যে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ হয়ে তৃণমূলের মিটিং-মিছিলে হেঁটেছে তা-ও প্রমাণিত। কারা ওই ঘটনার জন্য দায়ী তা-ও পুরসভার আধিকারিকরা জানেন। এই সময় যদি তাঁরা প্রতিবাদ না করেন, তা হলে বার বার তাদের বলি পাঁঠা হতে হবে।"

ভোটের কাজ এড়াতে অসুস্থতার দোহাই ধরতে মেডিক্যাল বোর্ড

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.) : শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ভোটের কাজ এড়ানোর চেষ্টা আটকাতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এ রকম 'অসুস্থ' কর্মীদের পরীক্ষা করবে খোদ রাজ্য নিয়োজিত মেডিক্যাল বোর্ড। বুধবার থেকেই ওই বোর্ডে আবেদনের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে। ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে। জেলাশাসকদের দফতর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ম্যানপাওয়ার অ্যান্ড পোলিং পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সেল' জেলার একটি নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভোটের সময় অসুস্থতার কারণে ছুটির আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীদের মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে শারীরিক পরীক্ষা দিতে হবে।
বুধবার থেকেই ওই তিন লোকসভা এলাকায় মনোনয়ন দাখিলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই ২০-২২ মার্চের মধ্যে আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে গিয়ে মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির হয়ে শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। ধাপে ধাপে যে সব জেলায় ভোট হবে, সেখানেও সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে ছুটির আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে।

গার্ডেনরিচে ক্ষতিপূরণ ঘোষণায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলো কমিশন

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স) : গার্ডেনরিচ নিয়ে ফের বিপাকে রাজ্য! মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্ট চাইলো কমিশন। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী। তিনি বলেন, """রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে গার্ডেনরিচের ক্ষতিপূরণ ঘোষণায়। এবিষয়ে বিজেপি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।'
উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচে বিল্ডিং ভেঙে পড়ার পরই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পাঁচ লক্ষ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তার প্রেক্ষিতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ করে বিজেপি।এদিকে সোমবার গার্ডেনরিচের ঘটনায় আর্থিক সাহায্য ঘোষণা নিয়ে কলকাতার মেয়র তথা কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভাঙার অভিযোগ তুলে চিঠি পাঠায় বিজেপি। সেই চিঠিতে লেখা হয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি চালু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা কাটার আগেই তা ভেঙেছেন মেয়র ফিরহাদ। তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি ভেঙে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেন।এই প্রেক্ষিতে কমিশন কি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?""এদিন তারই উত্তর দিলো কমিশন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কর্মচারীরা কোনক্রমে জীবনযাপন করে চলেছে। বেতনের দাবিতে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধে এবং অনেক রিস্তা পয়েন্টের কর্ণধার তাদের টাকা ঘুড়িয়ে নেওয়া জন্য চাপ দিতে থাকে।
অবশেষে মেদিনীপুর থেকে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মী আসার পর মঙ্গলবার বিক্ষোভের মুখে পড়ে সেই সেন্ট্রাল কর্মী। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়।
সার্বিক হিসাব করে দেখা গেছে তাদের এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকার উপর আর লোন বাবদ তারা খরচ করেছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। বাকি লোনগুলি দিনের পর দিন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা অজুহাত দেখিয়ে। এতে রিস্তা পয়েন্টে যারা কাজ করছে তারা দিশেহারা হয়ে মানুষের কাছে কোন জবাব দিতে পারছে না।
জানা গেছে কৈলাসহরে যে ব্রাঞ্চটি খোলা হয়েছিল তা বন্ধ করে ধর্মগরের সাথে মার্চ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কৈলাসহর যে ঘর ভাড়া নিয়ে কাজ করা হয়েছিল সেই ঘরের ভাড়া পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হয়নি এই কোম্পানির তরফে।
সার্বিকভাবে সরকারের এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন প্রতারিত ধর্মনগরের সাধারণ বাসীরা। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছাড়া এর কোন ধরনের সমাধান সম্ভব নয় বলেই অভিমত সাধারন নাগরিকের।

তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট, খড়্গাপুরে উত্তেজনা

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ মার্চ (হি.স.) : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং নগদ টাকা ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে খড়্গপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রেল কলোনির মথুরাকাটিতে কাউন্সিলর বনথা মুরলীর বাড়িতে।
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়্গাপুর টাউন থানার পুলিশ। তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া সোনা বা নগদ। রাতে তৃণমূল কাউন্সিলর বনথা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সময় তাঁর স্ত্রী বিজয়া বাড়িতে একাই ছিলেন। আচমকাই চার দুষ্কৃতী বাইকে চেপে তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে মাস্ক পরে বাড়িতে ঢুকে বিজয়ার হাত-পা বেঁধে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না-সহ টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।
কাউন্সিলরের স্ত্রী বিজয়া বলেন, "বাড়ির ভিতরে কোনও বাইরের লোক ঢোকেন না। কিন্তু ওই চার জন স্বামীর খোঁজ করতে করতে জোর করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। তার পর প্রথমে আমার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে বিছানায় ফেলে পা-ও বেঁধে দেয়। আমার সামনে বন্দুক ধরে রাখে এক জন। বাকিরা সোনার গয়না, নগদ টাকাপয়সা যা ছিল সব নিয়ে পালিয়ে যায়।"
মহিলার অভিযোগ, ওই চার ব্যক্তি যখন তাঁর স্বামীর খোঁজ করতে করতে বাড়ির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি স্বামীকে ফোন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা তাঁকে ফোন করতেও বাধা দেয়। ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ বিজয়ার।
কাউন্সিলর বনথা বলেন, "তখন বাড়িতে স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। আর আমি পার্টি অফিসে ছিলাম। চার জন ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে হাত, পা বেঁধে সোনার গয়না এবং টাকা নিয়ে পালায়। এর আগে ওই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু আমার সঙ্গে এই প্রথম।"বুধবার সকালে কাউন্সিলর বনথার বাড়িতে যান প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ সরকার। প্রদীপ বলেন, "খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।" জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ফের সভায় সরব অভিষেক

উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ফের সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে বাংলা বনাম বাংলা বিরোধীদের মধ্যেকার লড়াই বলে উল্লেখ করেছেন অভিষেক।তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের ১০ পয়সাও বাংলাকে দেয়নি কেন্দ্র। তাই এত আস্ফালন সত্ত্বেও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারছে না তারা।
বুধবার বসিরহাটে দলের হয়ে সভা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এই নির্বাচন তৃণমূলকে জেতানোই শুধু লক্ষ্য হলে হবে না। ১০ বছর ধরে যারা কেন্দ্রে ক্ষমতায়, ২০১৪ সাল থেকে যারা বলেছিল অচ্ছে দিন আসবে, তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ডটা কোথায়? ১৪ তারিখ জলপাইগুড়িতে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসতে বলেছিলাম। আপনারাই বলুন, ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি, মানুষকে রিপোর্ট কার্ড দেখানো উচিত কি না?'
অভিষেক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ দিনে পাঁচ বার বাংলায় এসেছেন। উনি বলেছেন, আবাসে কেন্দ্র রাজ্যকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। আমি শুনে বললাম, বাহ দেশের প্রধানমন্ত্রী এভাবে মিথ্যে বলতে পারেন, জানা ছিল না।
আমি বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ করেছি, ২০২১ সালে বাংলায় হেরে যাওয়ার পর ২০২৪ সাল পর্যন্ত আবাসে কোনও টাকা দিয়েছে বলে যদি প্রমাণ করতে পারে, আমি রাজনীতির আঙিনা পা রাখব না।'অভিষেক জানান, ২০২১ সালের বিধানসভায় হেরে যাওয়ার পর ১০০ দিন হোক বা আবাস যোজনা, ১০ পয়সাও দেয়নি কেন্দ্র। তাঁর দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেনি বিজেপি। অভিষেকের কথায়, 'বড়, মেজো, সেজো, ছোট কারও ক্ষমতা হয়নি শ্বেতপত্র প্রকাশের। এরা বাংলার মানুষকে গ্যারান্টি দিচ্ছে।টাকা দিয়ে থাকলে কাগজ দেখান। ক্ষমতা থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন টাকা দিয়েছেন। আমি বলেছি, বাংলায় হারার পর থেকে ১০ পয়সাও দেয়নি। শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দেখাতে পারলে রাজনীতিতে পা রাখবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিরতরে বিদায় নেবে রাজনীতি থেকে।'বিজেপি-কে এদিন বাংলা-বিরোধী বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক। বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় দল বলে নিজেদের দাবি করে বিজেপি। যারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় দল, যাদের সঙ্গে ইডি, সিবিআই, বিচারব্যবস্থার একাংশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, আধা সামরিক বাহিনী, টাকা, সংবাদমাধ্যমের একাংশ রয়েছে, তাদের ক্ষমতা হচ্ছে না আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার? অভিষেকের দাবি, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারছে না কারণ ওরা বাংলার টাকা আটকে রেখেছে। তাই বিজেপি-কে বাংলা বিরোধী বলছি আমরা। বাংলার গরিব মানুষের, কৃষকের, মানুষের মাথার উপর ছাদের, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা যারা আটকে রাখে, তারা বাংলা বিরোধী। আমরা ওদের পাপের টাকা মিটিয়েছি। এই বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এই নির্বাচন কেন্দ্রের সরকার নির্বাচিত করার নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই।'প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা, বছরে ২ কোটি চাকরি, যাঁর আমলে মূল্যবৃদ্ধি চরমে, যাঁর আমলে ভারত জুড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি, মানুষ তাঁর গ্যারান্টি নেবেন, না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে বিশ্বাস করবেন, সেই সিদ্ধান্ত মানুষের উপর ছাড়লেন বলেও এদিন জানান অভিষেক।

ঘোষণার আগেই দেওয়ালে অগ্নিমিত্রার নাম, চাপে পড়ে মুছতে হল সেটি

দুর্গাপুর, ২০ মার্চ, (হি.স.): বিজেপির উঁচু তলার নেতৃত্ব প্রার্থী বাছাইয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এ নিয়ে দলের নিচ তলায় জমছে অসন্তোষ। প্রার্থী হতে ইচ্ছুকরাও সামলাতে পারছেন না নিজেদের। এই অবস্থায় কোথাও কোথাও নিচু তলার কর্মীরা প্রার্থীর নাম লিখেই শুরু করে দিল নির্বাচনী প্রচার।কোনও লোকসভা কেন্দ্রের নাম না লিখেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অগ্নিমিত্রা পালকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করুন বলে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে দুর্গাপুরে বিজেপির প্রচার। দুর্গাপুরের এমএএমসির বি-ওয়ানের স্বপ্না মার্কেট এলাকায় এইভাবে দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু করে দিলেন বিজেপির নিচু তলার কর্মীরা।
এই খবর কানে পৌঁছতেই অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব। নেতৃত্বের 'ধমক' খেয়ে দ্রুত দেওয়াল মুছে ফেলার নির্দেশও দেওয়া হলেও এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূলের। ধমক খেয়ে অগ্নিমিত্রা পালের নামের উপর সাদা চুনের প্রলেপ দিয়ে ঢাকা দেওয়া হলেও বিজেপির প্রতীক দেওয়া বাকি লেখা রইল দেওয়াল জুড়ে। ভালো করে নজর করলেই অগ্নিমিত্রা পালের নামও বোঝা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।
প্রসঙ্গত, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামেও দলীয় ঘোষণার আগেই তমলুকে তাঁর নামে হয়েছে বিজেপি-র দেওয়াল লিখন।সম্প্রীতি দেশজুড়ে লাগু হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন সিএএ। সিএএ লাগু হওয়ার পর এনিয়ে অনেকটাই জল গড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এরই মধ্যে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রবিবার তিনি তার এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে লিখেছেন নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে পুরুষদের যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করা হয়। তথাগতর এই পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তথাগতর মন্তব্য রুচিহীন, অশালীন বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। মঙ্গলবার এ নিয়ে তিনি গাইঘাটা থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। বুধবার সংবাদকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সংসদ মমতা বালা ঠাকুর জানান,"" যে ভাবে তিনি হিন্দুত্বের প্রমাণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটাতে শুধু বাঙালি নয় গোটা সমাজকে কুলুশিত করা হয়েছে। এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। তারই প্রতিবাদে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান হয়েছে। তার কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

অঙ্কে পাশ করানোর দাবিতে বিক্ষোভ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের

রায়গঞ্জ, ২০ মার্চ (হি.স.) : অঙ্কে পাশ করানোর দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও বিসিএ-র চতুর্থ সেমিস্টারের ৩২ জন পড়ুয়া বুধবার গণিত বিভাগের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান।বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কম্পিউটার সায়েন্সের ১৮ জন ও বিসিএ-র চতুর্থ সেমিস্টারের ১৪ জন পড়ুয়া স্নাতক স্তরের অঙ্কে ফেল করেছেন। যদিও অন্য বিষয়গুলিতে ভালো ফলাফল হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসে ষষ্ঠ সেমিস্টারের সময় তাঁদের ফের ওই পরীক্ষা দিতে হবে।পড়ুয়াদের অভিযোগ, সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র হওয়ায় তাঁরা ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারেননি। গত সেপ্টেম্বর মাসে রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে হয়রান করা হচ্ছে। পড়ুয়াদের দাবি, আর পরীক্ষা নয়, অঙ্কে তাঁদের পাশ করিয়ে দিতে হবে।
যদিও পড়ুয়াদের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন গণিতের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অশোক দাস। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'ছেলে-মেয়েরা একদম ক্লাস করেনি। সেকারণে রেজাল্ট খারাপ হয়েছে।' অধ্যাপক দাসের দাবি, যারা আন্দোলন করছে তারা ক্লাস করত না। বাড়িতে বসে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস তাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তাই পড়াশোনা না করেই পাশ করতে চাইছে। ওরা যখন ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা দেবে তখন জেনারেল বিষয়টির পরীক্ষা দিতে হবে।

জেলে বন্দী ভাঙড়ের নেতা আরাবুল, তাঁর মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ অনুগামীদের

ভাঙড়, ২০ মার্চ (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের নিঘন্ট প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। শাসক থেকে বিরোধী প্রায় সব পক্ষের প্রার্থীরা জোরদার প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভাঙড় বিধানসভা। আর সেই ভাঙড়ের অন্যতম ভোট মেশিনারি আরাবুল ইসলাম। কিন্তু তিনি এবার এখনও পর্যন্ত তিনি ভোটের ময়দানে নেই। কিছুদিন আগেই কলকাতা পুলিশের উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। বর্তমানে তাঁর ঠিকানা বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। একের পর এক মিথ্যা মামলায় আরাবুলের নাম জড়ানে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর অনুগামীদের। আর সেই কারণে তার মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও আরাবুলের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন অনুগামীরা।
গত বিধানসভা নির্বাচনে এই ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হন আইএসএফ। সুতরাং একদা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ভাঙড় পুনরুদ্ধার করতে এখন মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে আইএসএফ কর্মী খুনের ঘটনায় গত ৮-ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। জামিন পাওয়া তো দূর, তাঁকে একের পর এক নতুন নতুন কেসে কখনও পুলিশ হেফাজতে তো আবার কখনও জেল হেফাজতে রাখা হচ্ছে। এই আবহে ভোটের ময়দানে নেই ভাঙড়ের নেতা তথা ভাঙড়ের ভোট মেশিনারি আরাবুল ইসলাম। তার অনুগামী থেকে সাধারণ কর্মী সমর্থকেরা কার্যত মুষড়ে পড়েছেন।

গ্রেপ্তার এক

● আটের পাতার পর

আবদুল হাদী ও বর্তমান মাগরুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের তৎপরতায় ওই যুবকটিকে তার নিজ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে আনে এবং কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের উপস্থিতিতে ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উক্ত বিষয় নিয়ে জাহিদ হাসান সংবাদ মাধ্যমকে জানায় সে অপহরণ করেনি ওই নাবালিকাকে ওই নাবালিকা নিজ ইচ্ছায় ওর বাড়িতে এসেছে। তবে যাই হোক উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা কৈলাসহর মহকুমা জুড়ে।

মা

● প্রথম পাতার পর

পদ্মপুর ক্লাবের হাতে তুলে দেয়। ক্লাবের সদস্যরা তাদের শাসন করে দুই নাবালককে থানায় পাঠিয়ে দেয়। দেবরাজের মা ৯ ফেব্রুয়ারি খবর পায় যে দেবরাজের সাথের ছেলেটিকে থানা থেকে তার মা গিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য বেবি দে থানায় ছুটে যায়। কিন্তু তখন খানা কর্তৃপক্ষ বেবিদের ছেলে দেবরাজকে দিতে অপারগ হয়।
অনেক দৌড়াদৌড়ির পর বেবি দে ধর্মনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। তারপর থেকে শুরু করে প্রতিদিন থানায় যাওয়া আর তার ছেলের কোন খোঁজ খবর আছে নাকি তা জানা। কিন্তু এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে এখন দেড় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পথে, ছেলের কোন খোঁজ না পেয়ে মা বিমর্ষ হয়ে মঙ্গলবার উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী দারস্ত হয়। বেবি দে আরো জানান, থানা কর্তৃপক্ষ নাকি বলেছে এখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর আর এই ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। নির্বাচন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তারপর ছেলের খোঁজ নিতে যাওয়ার জন্য।নির্বাচন কমিশনের কোন ধরনের এই আশ্চর্যজনক সার্কুলার আছে কিনা তা কারোর জানা নেই। দায়িত্ব এড়াতে থানা কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করে চলেছে। থানা থেকে একটি ১০ বছরের শিশু কেমন করে হারিয়ে যায় তা কর্তৃপক্ষই ভালো জানেন। প্রশ্ন উঠছে তারা অর্থাৎ থানা কর্তৃপক্ষ ১০ বছরের শিশুটিকে নিয়ে কি করেছে বা কোথায় পাঠিয়েছে। কেমন অবস্থায় ছেলেটি রয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ধর্মনগরবাসীর মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ছি ছি রব উঠেছে ধর্মনগরের আরক্ষা দপ্তরকে নিয়ে এবং ধিক্কার জানাচ্ছে ধর্মনগরবাসী ধর্মনগরের থানা কর্তৃপক্ষকে।

াঙ্গন

সুপার ডিভিশন : সৌরভের অর্ধশতক

স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে এগিয়ে ব্লাডমাউথ

ব্লাডমাউথ-২১৮/৮ স্ফুলিঙ্গ-৯৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রান রেটে স্ফুলিঙ্গকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থান উঠে আসলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় টি আই টি মাটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ জয়লাভ করে ১২১ রানে। সৌরভ দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্লাডমাউথের গড়া ২১৮ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ মাত্র ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের সৌরভ দাস প্রথমে ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করার পর বল হাতে ১ উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেন। বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রাথমিক ব্যর্থতা কাটিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব ২১৮ রান করে। দলকে ২০০ রানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন দলনায়ক সৌরভ দাস। সৌরভ ৪১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬, ধনবীর সিং ৮৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫,পার্থ পালায়াত ৬৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,তুষার সাহা ৫১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, দেবরাজ দে ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং বিক্রম কুমার দাস ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ৪০ রানে ৪ টি এবং অপূর্ব বিশ্বাস ৪৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই দুটি রান আউটে পিছিয়ে পড়ে স্ফুলিঙ্গ। শেষ পর্যন্ত দল গুটিয়ে যায় ৯৭ রানে। দলের পক্ষে দুর্লব রায় ৪৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২,জয় কিষান সাহা ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং দলনায়ক অজয় সরকার ৩২ বল খেলে ১২ রান করেন।দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাড়াতে পারেননি। ব্লাডমাউথের পক্ষে সানি সিং ২৯ রানে ৩ টি,জয়দীপ ভট্টাচার্য ৩ রানে এবং তুষার সাহা ৯ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

সুপারের ফিরতি লিগে ইউনাইটেড

ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে জেসিসি-র চমক

জে সি সি-২৬৬/৭ ইউনাটে ফ্রেন্ডস-২৪৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার ডিভিশন জমিয়ে দিলো জে সি সি। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করতেই সংহতিকে সুযোগ করে দিলো জে সি সি। আপাতত ৭ ম্যাচ খেলে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পয়েন্ট ২০। ১ ম্যাচ কম খেলে সংহতির পয়েন্ট ১৬। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার জে সি সি ২১ রানে পরাজিত করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। জে সি সি-র গড়া ২৬৬ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ২৪৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য শতরান করেন।

মঙ্গলবার শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করার পর এদিন ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরান করে দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেন কৌশল। কৌশলের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে বিশ্বজিৎ পালের দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৬ রান করে। এদিন বিপক্ষের বোলারদের কার্যত শাসন করেন কৌশল। দলের ডান হাতি ওই ব্যাটসম্যানটি ৭৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে মরশুমে নিজের প্রথম শতরানটি করেন। কৌশল ১১১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

এছাড়া দলের পক্ষে শুভম ঘোষ ৫৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, রিমন সাহা ৪৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবহং শুভম রাই ৪০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে অভিজিৎ সরকার ৪৭ রানে ৪ টি এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ৩৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি-র বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ২৪৫ রানে গুটিয়ে যায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। দলের প৭ অঙ্কিত প্রতাপ সিং ৬০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫, দলনায়ক রজত দে ৪৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪,তেজশ্বা জশোয়াল ৩৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, অভিজিৎ দেববর্মা ৩৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং সেন্টু সরকার ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে ভিপীন শর্মা ৪৩ রানে ৩ টি এবং শুভম ঘোষ ৪১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

নাগাল্যান্ডে নর্থ-ইস্ট গেমসে

ত্রিপুরার পদক জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পেনকাক সিলাটে ত্রিপুরা দল চারটি পদক পেয়েছে। স্বর্ণপদক হাতছাড়া হলেও দুটি রৌপ্য পদক সহ চারটি পদক জিতে ত্রিপুরা দল নর্থ-ইস্ট গেমসে পদক জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ত্রিপুরার সোনি দত্ত ও প্রিয়া দেবনাথ রৌপ্য পদক পেয়েছে। লক্ষীরাম চাকমা ও করনদীপ উরাং পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। অ্যাথলেটিক্সেও ত্রিপুরার দখলে আরও একটি পদক এলো। ৪x১০০ মিটার রিলেতে মহিলা বিভাগে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। ত্রিপুরার পকেটে পদক সংখ্যা হয়েছে বেড়ে সাত হয়েছে। রাজ্য দলের অ্যাথলেট দীপশিখা সূত্রধর, ফাতেমা বেগম, ঝরনা বালা দেবনাথ ও ইয়াসমিন আক্তার দারুন পারফরম্যান্স করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। এদিকে শট পুটে মহিলা বিভাগে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে ত্রিপুরার মমিতা দাসের। চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে মমিতা। পুরুষ বিভাগে চার গুণ একশ মিটার রিলেতে অনিকেত শীল, রাহুল সাহা, রাহুল সরকার ও কুশ কুমার দত্তকে নিয়ে গড়া ত্রিপুরা দল পঞ্চম স্থান পেয়েছে। মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে ঝর্ণা বালা দেবনাথ সপ্তম স্থান অধিকার করে একইভাবে হতাশ হয়েছে। ফুটবলে পরপর দুই ম্যাচে হেরে যাওয়া, যার অর্থ গ্রুপ লীগ থেকে ছিটকে যাওয়ার উপক্রম। মঙ্গলবার প্রথম দিনে আয়োজক নাগাল্যান্ডের কাছে অন্তিম মুহূর্তের একমাত্র গোলে হেরে ত্রিপুরা দল পিছিয়ে পড়েছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে মেঘালয়ের কাছে ১-২ গোলে হেরে গ্রুপ লীগ থেকে সেরা দুই স্থান পেয়ে সেমিফাইনালে খেলার আশা নেই বললেই চলে। প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটে জন জমাতিয়ার গোলে ত্রিপুরা দল ১-০ তে লীড নিলেও তা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। ৩৯ মিনিটের মাথায় মেঘালয়ের স্ট্রাইকার গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা (১-১) ফিরিয়ে আনে। ড্র অবস্থায় দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পরিলক্ষিত হলেও দীর্ঘ ৩৩ মিনিট তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারিনি।

উপরন্ত ঝটিকা এক আক্রমণে মেঘালয়ের সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার একটি গোল করে দলকে ২-১ এ এগিয়ে নেয়। পরে মেঘালয় তাদের খেলার ছক পাল্টে ফেলে অনেকটা রক্ষণাত্মক খেলে দলকে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরা দল সার্বিক অলআউট খেলেও গোল শোধ করেও খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। ভলিবলেও ত্রিপুরা দল জয়ের স্বাদ পায়নি।

মনিপুরের কাছে ১৬-২৫, ১৯-২৫ ও ১৮-২৫ সেটে অর্থাৎ ০-৩ গেমে হেরে হতাশা তৈরি করেছে। নাগাল্যান্ডের কোহিমায় আয়োজিত এই তৃতীয় নর্থ ইস্ট গেমস ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

প্রথমবার দল গড়েই সেমিফাইনাল

নিশ্চিত ভগিনী নিবেদিতা সমিতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল। বুধবার তালতলা স্কুল মাঠে ভগিনী নিবেদিতা দল ৪ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো এগিয়ে চলো সংঘকে। টস জিতে ভগিনী নিবেদিতা দল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিধান্ত নেয়। ব্যাট হাতে এগিয়ে চলোর ব্যাটসমেনরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১১৪ রান। ব্যাটে মৌচইতি দেবনাথ সর্বাধিক ৫৪ রান করেন। এছাড়া প্রিয়া সূত্রধর ১০, অস্মিতা রায় ৮, দেবশ্রী চৌধুরি ১০ নট আউট এবং অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৭ রানের। বলে ভগিনী নিবেদিতা দলের হয়ে অস্মিতা দাস ৩টি, পূজা দাস ২টি এবং ১ টি করে উইকেট দখল করে ফুলেশ্বরী দেবনাথ, সেবিকা দাস ও পায়েল ত্রিপুরারা। জয়ের জন্য ভগিনী নিবেদিতা দলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১১৫ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে দল ১৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে ব্যাট হাতে সুপ্রিয়া দাস অধিনায়কের ইনিংসই খেলেন। সুপ্রিয়া ৫৮, পূজা দাস ১৭, সেবিকা দাস ১১ এবং অতিরিক্তের ১৬ রানের ভর করে জয় হাসিল করে নিলো ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল। এই জয়ের ফলে অপরাজেয় হিসেবেই সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা হাসিল করে নিলো ভগিনী নিবেদিতা দল।

সন্ধান চাই

গত ১৩/১২/২০২৩ ইংরেজি সকাল বেলা শ্রীমতি তামান্না মাহিষ্য দাস (১৬) পিতা শ্রী নারায়ন মাহিষ্য দাল সাকিল- কৃষ্ণটিলা, থান্না - পেচাঁরতল, জিলা- ঊনকোটি, ত্রিপুরা, ব র্তমান সাকিল - ড. এন ভি রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা কে নিম্মউক্ত বিবাদি তপন দেব অপহরণ করিয়া নিয়ে যায়, এখনো পর্যন্ত বাড়ি ফেরে নাই। উক্ত অভিযোগ মূলে ধর্মনগর থানায় একখানা মামলা নথিভুক্ত করা হয় যাহার মামলা নাম্বার ৫৪/২০২৩ তাং ১৮/১২/২০২৩ইং ধারা ৩৬৬ (এ) / ৫০৬ আইপিসি।

উপরোক্ত অপহৃত মেয়ের সন্ধান পাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইলে।

অপহৃত নাবালিকার নাম ঠিকানাঃ ১) শ্রীমতি তামান্না মাহিষ্য দাস (১৬) পিতা শ্রী নারায়ণ মাহিষ্য দাস সাকিন- কৃষ্ণটিলা, থানা - পেচাঁরতল, জিলা উনকোটি, ত্রিপুরা বর্তমান সাকিন- ড. এন ডি রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

বিবাদির নাম ঠিকানা ঃ ২) তপন দেব (২২) আকাশ দেব পিতা শ্রী সঞ্জিত দেব, সাকিন - নারায়নপুর, রামগুয়ানা, থানা - পেচারতল, জিলা - উনকোটি, ত্রিপুরা বর্তমান সাকিন- ড় এন ভি রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। বিবাদির বিবরণ ঃ বয়স ২২ বৎসর, গায়ের রং - ফরসা, চেহারা - গোলাকার,

যোগাযোগি ঠিকনা ঃ

ধর্মনগর থানা - ০৩৮২২ ২২০ ২০৪

আই ও - ৯৩৬৬২১২৭৮

এসডিপিও ধর্মনগরদ্ধক৯৪০২১২১৯০০

ICA-D-1982/24

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারালো ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রন মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের। বুধবার ব্লাডমাউথ ক্লাব ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো তরুণ সংঘকে। এমবিবি স্টেডিয়ামে এদিন দ্বিতীয় ম্যাচে ঘটলো এই ঘটনা। ব্লাডমাউথ ক্লাবের বোলিংয়ের সামনেই আটকে গেল তরুণ সংঘ দল। তরুণ সংঘ শিবির প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৫.৩ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৭০ রান। ব্যাটে একমাত্র উল্লেখ যোগ্য রান বলতে ঝুঁমকি দেবনাথের ৩৯।এছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর গড়ে অদিতি দাস ১৪। আর কোনো ব্যাটসম্যানই দুঃঅঙ্কের রান করতে পারেনি। বলে ব্লাডমাউথ ক্লাবের হয়ে আম্বেশা দাস ৪ টি, প্রিয়া ত্রিপুরা ২টি এবং একটি উইকেট দখল করে পূজা পালরা। জয়ের জন্য ব্লাডমাউথ ক্লাবের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৭১রানের। যাকে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথের দুই ওপেনারই হাসিল করে নেয়। অনামিকা দাস ৪০ এবং অম্বিকা দেবনাথ ২৯ রানে অক্ষত থেকে ১৫.৩ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। তরুণ সংঘের সাতজন বোলার বল করলো।তবে একজন বোলার ও কোনো উইকেট ভাঙতে পারলো না ব্লাডমাউথ ক্লাবের। সুবাদে ১০ উইকেটের ব্যবধানে জয়ী ব্লাডমাউথ ক্লাব।

মৌচাক কে পরাজিত করে জয়ে ফিরলো লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। টিসিএ পরিচালিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বুধবার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে লালবাহাদুর দল মুখোমুখি হয় মৌচাক কোচিং সেন্টারের। ম্যাচে লালবাহাদুর শিবির ৬১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো মৌচাক শিবিরকে। টস জিতে লালবাহাদুর দল প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১১৯ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে রেশমি নোয়াতিয়া সর্বাধিক ৫৬ রান করেন। এছাড়া অন্ত রানী নোয়াতিয়া ২০ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২৮ রানের। বল হাতে মৌচাকের পক্ষে তানিয়া দেব দুটি এবং একটি করে উইকেট দখল করে সুমি চক্রবর্তী ও অবন্তিকা ভৌমিকরা। পাল্টা খেলতে নেমে মৌচাক দল ১৬.২ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৫৮ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে সুমি চক্রবর্তী ১৭, বিনা লক্ষী ত্রিপুরা ১১ রান করলে ও আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি। বলে লালবাহাদুরের পক্ষে রেশমি নোয়াতিয়া তিনটি এবং দুটি করে উইকেট দখল করে রেবিকা নোয়াতিয়া ও নিশিকা দেববর্মারা। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো লালবাহাদুর দল।

মহিলা ক্রিকেট : অবশেষে জয়ের স্বাদ পেলো নিউ প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অবশেষে জয়ে ফিরলো নিউ প্লে সেন্টার। বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ক্রিকেট অনুরাগী দলের মুখোমুখি হয় নিউ প্লে সেন্টার। ম্যাচে নিউ প্লে সেন্টার সাত উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ক্রিকেট অনুরাগীকে। টস জিতে ক্রিকেট অনুরাগী দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদি ও তা খুব একটা কাজে আসে নি দলের। ২০ ওভার খেলে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ক্রিকেট অনুরাগীর স্কোর দাঁড়ায় ৭০ রানে। ব্যাটে দলের পক্ষে সায়ন্তিকা ঘোষ ২৪, মহাশ্বেতা দাস ১৩, উল্লেখ যোগ্য রান করেন।এছাড়া অতিরিক্ত দেয় ১৪ রানের ভরসা। বলে নিউ প্লে সেন্টারের হয়ে মিসটু মালাকার তিনটি এবং স্নেহা সরকার দুটো উইকেট দখল করেন। জয়ের জন্য নিউ প্লে সেন্টারের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৭১ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ১৪.৩ ওভারেই মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে পূর্বা চৌধুরী ২৪ রান করেন। বাকিটা এনে দেয় শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ৩৪। সুবাদে জয় হাসিল করে হাসি মুখেই মাঠ ছাড়লো নিউ প্লে সেন্টারের মহিলা ক্রিকেটাররা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ রাজধানীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। রাষ্ট্রীয় সনাতনী সেবা সংঘের উদ্যোগে আগামী ২২শে মার্চ শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শ্রীশ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মহাধর্মসভা ও সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

তিনি জানান, এই উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অর্থ্যাৎ পরম পূজনীয় পূর্বময় গোবর্ধন মঠ পুরী পীঠধেশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রী অধক্ষজানন্দ দেবতীথজী মহারাজ গোবর্ধন পীঠ, অনন্ত শ্রী বিভূষিত জগৎগুরু মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি মহারাজ, শান্তিকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী শ্রী চিত্ত মহারাজ, জগন্নাথজিও মন্দিরের মঠ রক্ষক ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন মঠের সাধুসন্ত উপস্থিত থেকে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ধর্মীয় আলোচনা করবেন।

আজ ভুটান যাচ্ছেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে উৎসুখ ভুটান। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রাজধানী থিম্পু। ২১-২২ মার্চ দু''দিনের সফরে প্রতিবেশী দেশ ভুটানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গেও বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।কিছুদিন আগে ভারত সফরে এসেছিলেন ভুটানের রাজা শেরিং তোবগে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভুটান সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

অক্সিজেন পার্কে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২০ মার্চ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় শালবাগানস্থিত অক্সিজেন পার্ক পরিদর্শন করেন। অক্সিজেন পার্কের বনকর্মীদের মতিসৌধে পুপস্তবক অর্পণ করে রাজ্যপাল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি পার্কের অর্কিডিয়াম, ফার্নারিয়াম, এভিয়ারি, রেবিট হাউস ও লগ হাটগুলি পরিদর্শন করেন। অক্সিজেন পার্ক পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন পিসিসিএফ এবং এইচওএফএফ ড. এ কানফাডে, সিসিএফ টেরিটোরিয়াল ড. শশীকুমার, সিইও ক্যাম্পা দীপা ডি নায়ার, পশ্চিম ত্রিপুরার ডিএফও সহ বন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

২০ লক্ষ টাকার ইয়াবা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২০ মার্চ : নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে ফটিকরায় থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। যার বাজার মুল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল গোয়েন্দা সূত্রে থানায় খবর আসে টিআর০৩আর০৫২৯ নম্বরের গাড়ি করে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই মোতাবেক গতকাল রাতে ফটিকরায় চেবড়ি চৌমুহনীতে পুলিশ ওই গাড়িটিকে আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গোপন চেম্বার থেকে ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, যার বাজার মুল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা হবে। সাথে কামলাসাগরের বাসিন্দা নয়ন ভক্ত ও বিশ্রামগঞ্জের বাসিন্দা আব্দুল কালাম নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

রাতের আঁধারে প্রতিমায় আগুন ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। রাতের আঁধারে কালী প্রতিমায় দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। স্থানীয়দের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ঘটনা মঙ্গলবার গভীর রাতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ সিপিআইএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।সম্ভবত এই প্রথম রাজ্যের ইতিহাসে না শুধু দেশের ইতিহাসে এই নেক্কারজনক ঘটনাটি ঘটলো এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীলুঙ্গা এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীররাতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পেছনে বটগাছের নিচে রাখা এক কালী প্রতিমা ও রাবার বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয় জনগনরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে সম্মিলিতভাবে। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে আসে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন। এখন দেখার পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে। তবে প্রতিমাতে আগুন লাগানোর মতো এই নেক্কারজনক ঘটনায় গোটা এলাকায় ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিমত একাংশের।

চোরের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ ধর্মনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়া পর রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মনগরে নিরাপত্তা অবস্থা জোরদার করার পরও প্রতিদিন চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করবে বলে মনস্থির করে নিচ্ছে। কারণ ধর্মনগর থানা যে ভূমিকা পালন করছে তা সাধারণ মানুষের কাছে সন্দেহজনক।

এবার চুরির ঘটনা চন্দ্রপুরের সুরভী আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। বাড়ির মালিকের নাম বাবুল মালাকার। গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ বাড়ির লোকজন ঘুমাতে যায়। তখন সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। ভোর চারটার দিকে ঘুম ভাঙলে গৃহকর্তী দেখতে পায় আলমারির এক পার্ট খোলা। আস্তে আস্তে অন্যদিকে তাকাতেই দেখতে পায় ঘরের মধ্যে সবকিছু ছড়ানোর ছিটানো অবস্থায় ফেলানো। হইচই চিৎকার চেঁচামেচি করে গৃহবর্তী অন্যদেরকে ঘুম থেকে তুলে তারপর দেখা যায় ঘরের মধ্যে লকারে যে নগদ টাকা ছিল সেই টাকা নেই সোনাদানা ছিল তা নেই মোবাইল সেট নেই এমনকি এটিএম কার্ড পর্যন্ত চোরের দল নিয়ে পালিয়ে গেছে। যে মোবাইল সেটটি নিয়ে পালিয়েছে সেই মোবাইল সেটে ফোন করলে এখন উল্টাপাল্টা গালিগালাজ করছে। যেহেতু মোবাইল সেট চোরের দল রিসিভ করছে তাই পুলিশ সামান্যতম মনোযোগী হলে চোরকে ধরা কোন কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না।তবে তার জন্য চাই চোর ধরার তাগিদ।না হলে যেভাবে প্রতিদিন ধর্মনগর চোরের উপদ্রব বেড়ে চলেছে আগামী দিনে এলাকায় এলাকায় পুলিশ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের পাহারা দিয়ে রাত কাটাতে হবে তাই ভেবে চিন্তিত ধর্মনগরের সাধারণ মানুষেরা।

কিষান মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মার্চ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উনকোটি জেলার কিষান মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কিষান সাধারণ সম্পাদক তথা উনকোটি জেলার প্রভারী বীরেন্দ্র দাস, উনকোটি জেলার বিজেপি সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, উনকোটি জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি হিরন্ময় সিনহা সহ পাঁচ মন্ডলের কিষান মোর্চার সভাপতিগণ।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কিষান সমাবেশের প্রস্তুতি হিসাবে আগামী ২৬শে মার্চের মধ্যে প্রতিটি মন্ডলে ওয়ান বুথ টেন কিষান কমিটি নিয়ে এক কিষান সম্মেলনের আহ্বান করেন।

সর্বশেষ আলোচনায় জেলা সভাপতি পবিত্র দেবনাথ কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত প্রত্যেকটি যোজনা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মোদীজি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং প্রতি মন্ডলে কিষান সম্মেলনের দিনক্ষণ ঠিক করে দেন।

মহিলার উপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ : গত ১৪ মার্চ ধর্মনগর মহকুমার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গণেশ দাসের স্ত্রী সংহিতা সরকারের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন গোবিন্দপুর এলাকার আপামর মহিলারা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সংহিতা সরকারের উপর কু উদ্দেশ্য নিয়ে একই গ্রামের বাসিন্দা নলিনীকান্ত সিংহ আক্রমণ চালায়। কিন্তু কু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে না পেরে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। এতে সংহিতা সরকার গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ঘটনার পরেই স্থানীয় চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ নলিনী কান্ত সিংহকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু তার সাথে অন্যরা যারা ছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এই ঘটনার পর গ্রামে মহিলাদের এবং বাচ্চাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে মহিলারা এবং বাচ্চারা ঘরে যেতে চায়না। এমন অবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং নলিনীকান্ত সিংহকে তদন্তক্রমে দোষী

সাব্যস্ত করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে গোবিন্দপুরের প্রায় অর্ধশতাধিক মহিলা উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী দারস্ত হয়েছেন।

পাশাপাশি এই প্রাণঘাতী হামলার সাথে যারা অন্যরা জড়িত রয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সঠিক শাস্তি প্রদানে দাবিতে মহিলাদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

রাজ ঠাকরে-অমিত শাহের বৈঠক নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা উদ্ধবের

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি. স.): মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস)-র প্রধান রাজ ঠাকরে। বিজেপির সঙ্গে রাজ কাছাকাছি আসতেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন ভাই উদ্ধব ঠাকরে। বিজেপির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলেন তিনি। তাঁর দাবি, মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে জেতার জন্য ''ঠাকরে'' আবেগকে চুরি করছে বিজেপি।মারাঠওয়াড়া অঞ্চলের নান্দেদে দলীয় সভায় যোগ দিতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের পরিবার ভাঙানোর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, "প্রথমে ওরা বাল ঠাকরের ছবি চুরি করল। এখন বিজেপি আরেক ঠাকরে-কে চুরি করার চেষ্টা করছে।" উদ্ধব এও বলেন, বিজেপি খুব ভালভাবে জানে মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নামে ভোট পাওয়া যাবে না। এখানের মানুষজন ঠাকরের নামে ভোট দেন। সেটা বুঝতে পেরেই রাজ ঠাকরেকে চুরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, গতবছর শিবসেনায় ভাঙন ধরে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে দলের নাম ও প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি পায় একনাথ শিণ্ডে শিবির। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস, এনসিপির শরদ পওয়ার শিবিরের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন উদ্ধব। অন্যদিকে বিজেপি শিণ্ডে শিবির ও এনসিপির অজিত পাওয়ার শিবিরকে নিয়ে গড়েছে 'মহাজুটি'। আবার দীর্ঘদিন আগেই রাজ ঠাকরে শিবসেনা থেকে আলাদা হয়ে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা তৈরি করেছিলেন। রাজ ঠাকরের হঠাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই জল্পনা, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে এমএনএসের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে বিজেপি। এই নিয়েই সরব হন উদ্ধব ঠাকরে।

প্রণামীর টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে আটক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। প্রণামীর টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক এক ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরের প্রণামীর টাকা চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছে সমীর দাস নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি উদয়পুর মির্জা এলাকায়। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

বার্মিজ সুপারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২০ মার্চ।। পুলিশ ও বিএসএফ- এর যৌথ অভিযানে বার্মিজ সুপারি ও বিদেশি সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে বি এস এফ-এর আধিকারিক জানিয়েছেন, কমলপুর থানাধিন দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় রুটিন তল্লাশি চলাকালীন গঙ্গানগরের দিক থেকে আসা একটি এসএমএল গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে ২৪ টি বস্তায় মোট ৪৮ বান্ডেল বিদেশি সিগারেট। তার পাশাপাশি গাড়ির চালক ও সহচালককে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন বিএসএফ-এর আধিকারিকরা। তারা দুজন অমিত দাস ও মাঙ্গা চক্রবর্তী নামে শনাক্ত হয়েছেন। তাদের দুজনেরই বাড়ি ধর্মনগরে। আটককৃত গাড়ির নাম টিআর০৫-এ-১৮৭৮। উদ্ধারকৃত বার্মিজ সুপারির বাজারমূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ এবং সিগারেটের বাজারমূল্য ৪৮ লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানা গেছে।

জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে ফ্ল্যাগ মার্চ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে গোটা রাজ্যে। বিভিন্ন জায়গায় আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা ফ্ল্যাগমার্চ করছেন। রাজ্যের পশ্চিম জেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই এই ফ্ল্যাগমার্চ জারি রেখেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

আজ সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় জেলা শাসক বিশাল কুমার এবং পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে এর নেতৃত্বে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর এক ফ্ল্যাগমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জেলা শাসক বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ এপ্রিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা নিরাপত্তা প্রদান করতে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন। সাধারণ যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কোনো ধরণের ভয়ভীতি ছাড়াই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক বিশাল কুমার।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ : দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুই যুবক। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন এলাকায় ওই দূর্ঘটনায় একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আজ সকালে টিআর০১একে৬০১৩ নম্বরের বাইকে করে দুইজন যাচ্ছিলেন। ওই সময় আগরতলা পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন এলাকায় অপরদিক থেকে টিআর০১ডাব্লিউ৬০৬০ নম্বরের আসা বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বাইকে থাকা দুইজন আরোহী। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে সানীয় মানুষ। দমকলকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান তিনি। এইদিকে অপর বাইক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

নাবালিকা অপহরণ ঃ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মার্চ:অবশেষে গতকাল গভীর রাতে কৈলাসহর মাগরুলী শেখপাড়া ৫নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে নাবালিকা অপহরণ কান্ডে জড়িত থাকার কারণে ১ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ।উল্লেখ্য, যে গতকাল কৈলাসহর বৌলাবাসা এলাকা থেকে ১৪ বছরের এক হিন্দু নাবালিকাকে বলপূর্বক কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে শেখপাড়া ৫নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা ফুল মিয়ার ছেলে জাহিদ হাসান অপহরণ করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি জাহিদ হাসানের সাথে অপর আরেকটি যুবক ছিল বলেও স্থানীয়রা জানায়। যদিও ওই যুবকের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।পরবর্তী সময় বৌলাবাসা এলাকার বাসিন্দারা ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নেতৃত্বরা এসে কৈলাসহর থানার দারস্ত হয়। পরবর্তী সময় ওই নাবালিকার পিতা জাহিদ হাসানের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করে।কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ও ইরানি থানার পুলিশের সহযোগিতায় মাগুরুলি শেখপাড়া ৫ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে জাহিদ হাসানের বাড়ি থেকে ওই নাবালিকাটিকে উদ্ধার করে। এই খবর বৌলাবাসা এলাকার বাসিন্দারা ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নেতৃত্বরা খবর পাওয়ার পর কৈলাসহর থানার সামনে পথ অবরোধ করে এবং টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অবরোধকারীদের দাবি অবিলম্বে ওই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় অনতে হবে আর তা না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।টায়ারের আগুন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা নেভাতে আসলে সেই অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িটির মধ্যেও ইট পাটকেল ছুটতে থাকে অবরোধকারীরা। তারপর ঘটনাস্থল থেকে ফিরে যেতে হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িটিকে।এরপর কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ওই নাবালিকাটিকে কৈলাসহর মহিলা থানায় নিয়ে আসলে অবরোধকারীদের কাছে বাধার সম্মুখীন হতে হয় পুলিশের।কেননা অবরোধকারীদের দাবি নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারল পুলিশ কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত যুবকটিকে কেন আইনের আওতায় আনতে পারল না বলে ওরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার। উনি এসে অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন এবং তিনি বলেন আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হবে। এরপর উনার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করে নেয় অবরোধকারীরা।পরবর্তী সময় গতকাল রাত্রিবেলা মাগরুলী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মুনিম লিটন, এবং ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই জেলায় মোট ভোটার রয়েছে ২,৫৪,৪০১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ মার্চ।। খোয়াই জেলাশাসকের নতুন কনফারেন্স হলে লোকসভা নির্বাচনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলাশাসক পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের খোয়াই জেলার নির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতি তুলে ধরেন।এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন বলেন, খোয়াই জেলা পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের মধ্যে পড়েছে।লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৬শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা সংরক্ষিত আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। খোয়াই জেলায় সর্বমোট ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে।জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০৭ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। খোয়াই জেলায় মোট ভোটার রয়েছে ২,৫৪,৪০১ জন। তার মধ্যে রয়েছে পুরুষ ভোটার ১,২৭,৩৭০ জন এবং মহিলা ভোটার ১২৬৬৭০জন। ডিফেন্স ভোটারের সংখ্যা ১০২৭ জন, প্রতিবন্ধী ভোটার সংখ্যা ১৩১৫ জন, ৮০ঊর্ধ ভোটারের সংখ্যা ১৭৩৬ জন।জেলায় নির্বাচনীয় কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে সেক্টর অফিসার ১০০ জন।পুলিশ সেক্টর অফিসারের ৫০ জন এবং সিভিল সেক্টরে ৫০ জন।তিনি আরো জানান, জেলায় ৩০৭টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণ ও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে খোয়াই জেলার ১৩টি পোলিং স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পোলিং স্টেশন গুলি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে মহিলা আরক্ষা কর্মীরা। ৬টি পোলিং স্টেশন দিব্যাঙ্গজনদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ৬টি পোলিং স্টেশন যুবক দ্বারা পরিচালিত হবে। জেলায় ১৩টি মডেল পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। এই পোলিং স্টেশন গুলিতে পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, হুইল চেয়ার, হেল্প ডেস্ক সমস্ত বুথে ব্যবস্থা করা হবে। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পোলিং স্টেশন জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি করে পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান,অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাই নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।খোয়াই জেলায় ৮ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্বাচনীয় কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বিএসএফ পাঁচ কোম্পানি এবং সিআরপিএফ তিন কোম্পানি। তেলিয়ামুড়া মহকুমার জন্য তিন কোম্পানির সিআরপিএফ চাকমাঘাট, মুঙ্গিয়াকামি ও এসি পাড়ায় তিনটি স্থানে রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাঁচ কোম্পানির বিএসএফ হয়েছে খোয়াই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, বেহালাবাড়ি, খোয়াই দুর্গানগর, তেলিয়ামুড়া আইটিআই কলেজ, এবং তুইছিন্দ্র এলাকায়। তাছাড়া খোয়াই জেলায় সর্বমোট ১৮টি নাকা খোলা হয়েছে।

১২ লক্ষাধিক টাকার কফসিরাপ সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২০ মার্চ: ত্রিপুরায় পাচারের পথে অনলাইনের সামগ্রী বোঝাই বেসরকারি সেফ এক্সপ্রেস ট্রান্সপোর্ট সংস্থার একটি কন্টেনার গাড়ি থেকে বিপুল পরিমান নেশা জাতীয় ফেন্সিডিল কফ সিরাফ বাজেয়াপ্ত হল বাজারিছড়ার চুরাইবাড়িতে। এ কান্ডে জড়িত থাকার দায়ে আটক করা হয়েছে লরি চালককে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে এএস০১-আরসি-১১৯৮ নম্বরের একটি কন্টেনার গাড়ি গুয়াহাটি থেকে আট নং জাতীয় সড়ক ধরে ত্রিপুরায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে অসমের শেষ প্রান্তের চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টে পৌঁছালে গাড়িটিতে দলবল নিয়ে যথারীতি তল্লাশি চালান গেট ইনচার্জ প্রণব মিলি।

এতে বিভিন্ন সামগ্রীর প্যাকেটের আড়াল থেকে ১২ কার্টুনে ১২০০ বোতল নেশা জাতীয় ফেন্সিডিল কফসিরাফ বাজেয়াপ্ত হয়। যার কালোবাজারী মূল্য প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার মত হবে।

এ কান্ডে উক্ত লরির চালককে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তার নাম অমরেন্দ্রলাল দেববর্মা।বাড়ি ত্রিপুরায়। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জেলা সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।